জনগোষ্ঠির ঝুঁকি নিরূপণ (সিআরএ) প্রতিবেদন

ইউনিয়ন ফুলছড়ি

উপজেলা ঃ ফুলছড়ি, জেলা ঃ গাইবান্ধা

বাস্তবায়নে ঃ ফুলছড়ি ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ফুলছড়ি ইউনিয়নের জনগোষ্ঠির ঝুঁকি নিরূপণ (সিআরএ) প্রতিবেদন, ২০১১

ঠিকানা ঃ
ইউনিয়ন ঃ ফুলছড়ি, উপজেলা ঃ ফুলছড়ি, জেলা ঃ গাইবান্ধা

প্রতিবেদন প্রণয়ন ঃ
ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ফুলছড়ি, উপজেলা ফুলছড়ি, গাইবান্ধা

ভাষা বিন্যাস ও সম্পাদনা সহযোগিতা ঃ
নিগার দিল নাহার,
মোহাম্মদ নুরুল আলম রাজু,
ইসলামিক রিলিফ ওয়ার্ল্ডওয়াইড-বাংলাদেশ

সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান ঃ এসকেএস ফাউণ্ডেশন, গাইবান্ধা

যাচাইকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি ঃ
সদস্য সচিব, ইউডিএমসি,
ফুলছড়ি ইউনিয়ন, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা

অনুমোদনকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি ঃ
- চেয়ারম্যান, ফুলছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ, ফুলছড়ি
- উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা

সার্বিক সমন্বয় ঃ
ইসলামিক রিলিফ ওয়ার্ল্ডওয়াইড-বাংলাদেশ

সহায়তায় ঃ
ইউরোপিয়ান কমিশন হিউম্যানিটারিয়ান এইড এন্ড সিভিল প্রটেকশন

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসুচি (সিডিএমপি) এর গাইডলাইন অনুযায়ী ইসলামিক রিলিফ ওয়ার্ল্ডওয়াইড-বাংলাদেশ'র সহায়তায় স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা এসকেএস ফাউণ্ডেশন গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার ফুলছড়ি ইউনিয়নে কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিকভাবে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় এই খসড়া সিআরএ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এই সিআরএ কর্মপরিকল্পনাটি পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনযোগ্য।

সূচীপত্র

১	ভূমিকা	৫
২	ফুলছড়ি ইউনিয়নে সিআরএ সম্পাদনের প্রেক্ষাপট	৫
৩	সিআর এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সবল ও দূর্বল দিক এবং সুপারিশ পত্র	৬
৪	এলাকা পরিচিতিঃ ফুলছড়ি ইউনিয়ন	৬
৫	দুর্যোগের বিপদাপন্নতা	৯
৬	সামাজিক ও আপদের মানচিত্র	১০
৭	ফুলছড়ি ইউনিয়নের আপদ চিহ্নিতকরণ	১১
৮	আপদের কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠি যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হন	১১
৯	সমস্যার কারণসমূহ	১৪
১০	ঝুঁকির বর্ণনা	২০
১১	ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য চিহ্নিত উপায়সমূহের প্রস্তুত ও অগ্রাধিকারকরণ	২৫
১২	এক নজরে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা ঃ	২৯
১৩	উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্য কাজের কর্ম-পরিকল্পনা	৩৯
১৪	সিআরএ পরিচালনায় সহায়তাকারীদের (ফ্যাসিলিটেটর) সার্বিক মন্তব্য	৪১
১৫	পরিশিষ্ট	৪৩

মুখবন্ধ

ত্রাণ নির্ভরতা থেকে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণ প্রক্রিয়াকে সারা বিশ্বের দুর্যোগপ্রবণ দেশসমুহ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা শুরু করেছে। উন্নয়নশীল দেশসমুহ তাদের উন্নয়ন কর্মকান্ড এবং পরিকল্পনার মুলধারায় ঝুঁকি হ্রাসকরণ প্রক্রিয়াকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীব্যাপী সৃষ্ট নতুন নতুন আপদ ও আপদ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি হ্রাসকরণের লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও ভবিষ্যত প্রবণতা বিশ্লেষণ করে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমকে স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসুচি'র (সিডিএমপি-২) গাইড লাইন অনুযায়ী নদী তীরবর্তী গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার ফুলছড়ি ইউনিয়নে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ইসলামিক রিলিফ ওয়ার্ল্ডওয়াইড-বাংলাদেশ'র সমন্বয়ে এসকেএস ফাউন্ডেশন'র সহায়তায় স্থানীয় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গ্রাম, ওয়ার্ড এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিউনিটি ঝুঁকি হ্রাস ও চাহিদা নিরুপণ (সিঅঅরএ) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

এই সিআরএ পরিকল্পনাটি স্থানীয় উন্নয়ন তথা স্থানীয় সরকারের অন্যতম স্তর ইউনিয়ন পরিষদ এর দীর্ঘদিনের উন্নয়ন কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভুমিকা রাখবে। এই পরিকল্পনা যেহেতু স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় বিভিন্ন পেশাজীবীর অংশগ্রহণের ভিত্তিতে তৈরি করা হয় তাই এখানে গ্রামীণ দরিদ্র নারী পুরুষ, প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ, শিশু, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, কৃষকসহ সকলের মতামত গৃহীত হয়েছে। এখানে সকলেল মতামত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ পদ্ধতির মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়ন ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের ছোট ছোট প্রকল্পের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

ফলে, বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে সিআরএ কার্যক্রমটি এই ইউনিয়নের সকল জনগণের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণে মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে এবং এই এলাকার সাধারণ ও দরিদ্র মানুষের দুর্যোগ মোকাবেলার সহায়িকা হিসেবে কাজ করবে। তবে আমাদের সকলের তথা এই ইউনিয়নবাসীকে আরও বেশি সচেতন হয়ে তাদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে, কেননা পরিকল্পনায় উল্লেখ থাকলেও জনগণের সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে স্থানীয় সরকারের সাথে নিবিড় সংযোগ স্থাপন করে তাদের দাবির কথা তুলে ধরতে হবে এবং এই সিআরএ পরিকল্পনার সময়সূচী অনুযায়ী বাস্তবায়নে সহযোগিতা করতে হবে এবং সর্বোচ্চ আন্তরিকতর সাথে তা চর্চা করতে হবে।

পরিশেষে, যে সকল শ্রেণী পেশার মানুষ এই প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সার্বিক সহায়তা ও পরিশ্রম করেছে তাদের সকলকেই আন্তরিক অভিন্দন জানাই।

এম.এ সবুর সরকার (বীর মুক্তিযোদ্ধা)
চেয়ারম্যান
ফুলছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ
ফুলছড়ি, গাইবান্ধা।

সভাপতি

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
ফুলছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা।

ফুলছড়ি ইউনিয়নের জনগোষ্ঠির ঝুঁকি নিরূপণ (সিআরএ) প্রতিবেদন

১ ভূমিকা

বাংলাদেশ নদী মাতৃক দেশ। এ দেশের প্রায় প্রতিটি জেলার ওপর দিয়েই বয়ে গেছে অসংখ্য নদী। গাইবান্ধা জেলার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ব্রক্ষপুত্র, তিস্তা ও যমুনা নদী। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই বন্যা, নদী ভাঙ্গন, খরা, ঝড়-তুফানের মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো এই জেলায় নিয়মিতভাবে আঘাত করে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রাকৃতিক এই দুর্যোগগুলোর মাত্রা ও তীব্রতা ক্রমাগত বাড়ছে। সেই সাথে ক্রমাগতভাবে বাড়ছে হত দরিদ্র সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার ঝুঁকি এবং বাধাগ্রস্থ হচ্ছে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড। কোন ব্যক্তি, পরিবার বা সমাজের দুর্যোগ ঝুঁকির মাত্রা নির্ভর করে ঐ ব্যক্তি, পরিবার বা সমাজের দুর্যোগের সাথে টিকে থাকার সক্ষমতা ও বিপদাপন্নতার ওপর, যে ব্যক্তি, পরিবার অথবা সমাজের বিপদাপন্নতা যত বেশি সেই ব্যক্তি পরিবার বা সমাজের ঝুঁকির মাত্রাও তত বেশি।

গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার ফুলছড়ি ইউনিয়ন যমুনা নদীর ভাঙ্গন ও বন্যা পিড়িত এলাকা। এই এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান খুবই নিম্ন মানের। প্রতি বছরই নদী ভাঙ্গন আর বন্যা এই এলাকার হাজারও মানুষের সহায় সম্পদ, ঘরবাড়ি নদীতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, আর তখন এখানকার মানুষের দারিদ্রতা ভয়াবহ রূপ নেয়, ফলে চুরি-ডাকাতি, ভিক্ষাবৃত্তি, শিশু শ্রম, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, বহুবিবাহ এবং পর-নির্ভরশীলতা বেড়ে যায়।

এই অবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে স্থানীয় মানুষের দুর্যোগ ঝুঁকি কমিয়ে আনার জন্য এবং ইতিবাচক চর্চাকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্থানীয় সংস্থা এসকেএস ফাউণ্ডেশন ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে সিআরএ পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশল নির্ধারণ করে। এই সিআরএ পরিকল্পনা মূলত স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগের পুর্ব প্রস্তুতিতে দক্ষ করে তোলা, স্থানীয় সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে সমাধানের মাধ্যমে দুর্যোগের ঝুঁকি কমানো, দুর্যোগ মোকাবেলায় দক্ষ করা, এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ক্ষয়-ক্ষতি কাটিয়ে উঠে দ্রুততম সময়ে পুর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন এই এলাকার জনগোষ্ঠির দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস করে জীবন মানের পরিবর্তনে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা রাখবে।

২ ফুলছড়ি ইউনিয়নে সিআরএ সম্পাদনের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম জেলা গাইবান্ধা। জেলার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত কয়েকটি উপজেলা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, যার অন্যতম ৫ নং ফুলছড়ি ইউনিয়ন। প্রায় ১১,৭৯৯ একর আয়তন ও প্রায় ৫৪৭২টি পরিবারের বসতিস্থল ফুলছড়ি ইউনিয়নের চারপাশে যমুনা নদী প্রবাহিত হওয়ার কারণে ইউনিয়নটি একটি চরভূমি হিসেবে পরিণত হয়েছে।

এখানকার মানুষের পূর্ব প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা সর্ম্পকে তেমন কোন ধারণা নেই বললেই চলে। দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে করণীয় সর্ম্পকে তাদের জ্ঞান সীমিত, ফলে বেড়ে যাচ্ছে হত-দরিদ্র সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার ঝুঁকি এবং বাধাগ্রস্থ হচ্ছে ইউনিয়নের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড।

এরই প্রেক্ষিতে সিআরএ'র মাধ্যমে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী নিজেরাই নিজেদের দুর্যোগ ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, সক্ষমতা চিহ্নিত করতে পারে এবং তার ভিত্তিতে একটি কার্যকর ঝুঁকিহ্রাস কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন করতে পারে। সেই উদ্দেশ্যকে বিবেচনা করেই ফুলছড়ি ইউনিয়নে সিআরএ সম্পাদনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

৩ সিআর এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সবল ও দূর্বল দিক এবং সুপারিশ পত্র

সুবিধাসমূহ ঃ

১. সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এবং নদী ভাঙ্গন এলাকা ফলে অধিক তথ্য বহুল;
২. গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ ও তথ্য প্রদানে সহায়ক;
৩. ইউডিএমসি এর সকল সদস্যের পুর্ণ অংশগ্রহণ ও সার্বিক সহযোগিতা;
৪. দলীয় কাজের উপযোগী পরিবেশ ছিল;
৫. বিভিন্ন দুর্গম চর এবং বিচ্ছিন্ন এলাকার প্রতিনিধিদের আনা-নেয়ার জন্য নৌকার ব্যবস্থাপনা ভালো ছিল।

অসুবিধাসমূহ ঃ

১. সিআরএ কার্যক্রমে তুলনামুলকভাবে নারীর অংশগ্রহণ কম ছিল;
২. নারীদের আলাদা কোন ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা ছিল না। তবে তারা আশেপাশের বাড়ীতে গিয়ে প্রয়োজনীয় কাজ সারলেও এতে বেশ কিছু সময় নষ্ট হয়:
৩. সিআরএ করার সময় উক্ত ইউনিয়নের সর্বত্র পাট শুকানোর ব্যস্ত সময় ছিল; ফলে নির্ধারিত সময়ে কার্যক্রম শুরু করা কঠিন ছিল।

সুপারিশ

- সিআরএ করার জন্য অংশগ্রহণকারীর সম্মানী ভাতা ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনা আরও উন্নতমানের করা প্রয়োজন।

৪ এলাকা পরিচিতিঃ ফুলছড়ি ইউনিয়ন

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকে এই দেশের অনেকগুলো জেলা বিভিন্ন নদীর তীরে অবস্থিত। বাংলাদেশের উত্তরের জেলাগুলোর অন্যতম গাইবান্ধা ব্রম্মপুত্র, তিস্তা এবং যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। জানা গেছে, পূর্বে এ এলাকার কোন এক জমিদারের অনেক বড় গো-চারণ ভূমি ছিল, পরবর্তীকালে সেটিই ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের আলোচনার সূত্র ধরে নাম হয়েছে গাইবান্ধা। গাইবান্ধা জেলা ৭টি উপজেলা, ৩টি পৌরসভা, এবং ৮২টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। এর উত্তরে কুড়িগ্রাম ও রংপুর, পশ্চিমে দিনাজপুর, দক্ষিণে বগুড়া এবং পূর্বে যমুনা ও ব্রহ্মপূত্র নদীর কোল ঘেঁষে জামালপুর জেলা অবস্থিত। এখানকার মানুষের জীবন-জীবিকা স্থানীয় আবহাওয়া ও জলবায়ুর জালে আবদ্ধ, ফলে এলাকার মানুষের জীবন-যাত্রার মান তুলনামূলকভাবে নিম্নতর।

জেলায় প্রায় ৭৫ কি.মি. মিটারগেজ রেলপথ রয়েছে। জেলার প্রায় ৩০ ভাগ এলাকা বড় বড় ৩টি নদীর জেগে ওঠা চর। চরগুলোতে প্রায় ৩০% শতাংশ লোকের বাস। চর এলাকায় একমাত্র নৌকা ছাড়া যাতায়াতের আর কোন মাধ্যম নেই, ফলে স্বাস্থ্য-সেবা, কৃষি বাজার, শিক্ষা সচেতনতাসহ নানারকম কার্যক্রম তুলনামুলকভাবে সবসময় পিছিয়ে থাকে। জীবন-জীবিকার তাগিদে এই জেলার শ্রমিকের একটি বড় অংশ শ্রম বিক্রির জন্য প্রতিবছরই জেলার বাইরে আয়ের উদ্দেশ্যে স্থানান্তরিত হয় এবং নদী ভাঙ্গনের ফলে এখানে প্রতিবছরই কিছু কিছু পরিবার জেলার বাইরে জীবিকার সন্ধানে স্থানান্তর হয়, এবং ফলতঃ সহায় সম্পদ হারিয়ে দূর্বিসহ জীবন-যাপন করে।

উপজেলা সদর থেকে ফুলছড়ি ইউনিয়নের দুরত্ব প্রায় ১৩ কি.মি.। ফুলছড়ি ইউনিয়নের পূর্ব দিকে রয়েছে জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলা, পশ্চিমে রয়েছে গজারিয়া ইউনিয়ন, উত্তরে ফজলুপুর আর দক্ষিণে সাঘাটা উপজেলার অবস্থান। এই উপজেলার চারপাশে নদীবেষ্টিত ফলতঃ কোন রাস্তা-ঘাট নেই। তবে সামান্য কাঁচা রাস্তা রয়েছে, যার উপর দিয়ে সাইকেল, মটর সাইকেল ও ভ্যান চলাচল করে। যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হলো নৌকা বা পায়ে হাঁটা।

মূলতঃ ফুলছড়ির মানুষ নৌকাতেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে। ইউনিয়নের চারপাশে নদী থাকায় এবং যোগাযোগের কোন সহজ ব্যবস্থা না থাকায় তেমন কোন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এখানে গড়ে ওঠেনি। সরকারি কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা কলেজ এখানে নেই। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদই এখানে উন্নয়নের প্রধান কেন্দ্রস্থল। মাত্র ৪টি বাজর এখানকার মানুষের প্রয়োজন মেটায়। পরিষদের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ ও হত দরিদ্র পরিবার সামান্য সহযোগিতা পেয়ে থাকে। পাশাপাশি অল্প সংখ্যক এনজিও এখানে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে।

কৃষি নির্ভর এই এলাকার মানুষ মাছচাষ ও মাছ ধরা, ছোট ছোট ব্যবসা, রিক্সা চালানো, দিনমজুর এবং অন্যান্য পেশার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে।

গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলা একটি দুর্যোগপ্রবণ উপজেলা, কেননা এই উপজেলার মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে যমুনা নদী। ফুলছড়ি উপজেলার ওপর দিয়ে নদী বয়ে যাওয়ার কারণে প্রায় সব সময়ই এই জেলা দুর্যোগ আক্রান্ত থাকে, যা জেলার মানুষের জীবন ও জীবিকাকে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ করে। ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান নিম্ন থেকে নিম্ন পর্যায়ে নেমে আসছে। বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গন, ঝড়-এই অঞ্চলের মানুষের প্রতি বছরের সঙ্গী হয়ে গেছে। তারপরও এই অঞ্চলের মানুষ প্রতিনিয়ত প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে টিকে আছে।

প্রায় প্রতিবছর বিভিন্ন দুর্যোগের সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকার জন্যে মানসিক শক্তি আর দৃঢ় মনোবলই একমাত্র সম্বল, যদিও এখানে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা উন্নয়নমুলক সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তবে চাহিদার তুলনায় তা নিতান্তই নগন্য। তাই আগামী দিনে আরও বেশি জোটবদ্ধ হয়ে স্থানীয় সরকারকে কার্যকর করে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা কার্যকর বাস্তবায়ন করলে এখানকার মানুষের জীবন-জীবিকার স্থায়ীত্বশীল পরিবর্তন আসবে।

একনজরে ফুলছড়ি ইউনিয়নের আবকাঠামোগত চিত্র

আবকাঠামোর নাম	সংখ্যা	আবকাঠামোর নাম	সংখ্যা
ইউনিয়নের আয়তন	১৭.২৫ বর্গ মাইল	মোট জমির পরিমান	
মোট জনসংখ্যা	২৩৫০০ জন(নারী=১৩৩০০ পরুষ=১০২০০ প্রায়)	আবাদী জমির পরিমান	১৩০০ একর
মোট পরিবারের সংখ্যা	৫৪৭২টি	নদী ভাঙ্গনের বিলীন	৯৫০ট
হতদরিদ্র পরিবার	৩২১০টি	দ্বীপ চরের সংখ্যা	০৩ট
দরিদ্র পরিবার	১২৩৫টি	মসজিদ	৪৩ট
শিক্ষার হার	২২%	মন্দির	নাই
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১২টি	গীর্জা	নাই
পোষ্ট অফিস	নাই	ক্লিনিক	০৩ট
গভীর নলকূপ	নাই	ব্রীজ	০১টি
হাট /বাজার	৪টি	কালভার্ট	০৩টি
প্রধান প্রধান আপদ সমূহ	বন্যা, নদীভাঙ্গন ও ঘূর্ণিঝড়	রাস্তাঘাট	২৫কিঃমিঃ কাঁচা এবং ১কিঃমিঃ পাঁকা
বন্যার আশ্রয় কেন্দ্র	০২টি	মোট প্রতিবন্দী সংখ্যা	৮৩ জন
মোট বয়স্ক ব্যক্তির সংখ্যা	৪৪৪ জন	কৃষক পরিবার সংখ্যা	৯০%
নিচু বাড়ীর সংখ্যা	১৩৬৫টি	পাঁচ বছরের নীচে শিশু	৯৩৬০ জন
ভুমিহীন পরিবার সংখ্যা	৩৪০০টি	চাকুরীজীবি পরিবার	২৭৫টি
নারী প্রধান পরিবার	৩৭৭ টি	মুক্তিযোদ্ধা জন	১৭জন

তথ্য সূত্রঃ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সাক্ষাৎকার, এলাকা পরিভ্রমণ			

৫ দুর্যোগের বিপদাপন্নতা

ফুলছড়ি ইউনিয়ন গাইবান্ধা জেলার মধ্যে ফুলছড়ি উপজেলার ১টি অন্যতম দ্বীপচর। জেলা শহরের দক্ষিণ পুর্বকোণ উপজেলা কমপ্লেক্স থেকে প্রায় ২৫ কিঃমিঃ দুরে এটি অবস্থিত। এই ইউনিয়নের পশ্চিম পাশে ব্রন্মপুত্র নদীর ১টি চ্যানেল বহমান এবং পুর্বদিক দিয়ে পুরাতন ব্রম্মপুত্র নদী বয়ে চলেছে। পুর্ব পশ্চিমের ২টি নদীই ইউনিয়নের ভাটির দিকে গিয়ে যমুনা নদীতে মিলিত হয়েছে। ইউনিয়নটিকে ছোট ছোট ক্যানেলে প্রায় ৭টি দ্বীপ চরে বিভক্ত করেছে। ফলে চরগুলো বর্ষা মৌসুমে মানুষের অসহায়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এখানকার অর্থনৈতিক চিত্র খুব বেশি স্বাধীন সমৃদ্ধ নয়। বেশির ভাগ পরিবারেই নারীরা পুরুষের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। দরিদ্র এলাকা হওয়ায় মঙ্গা মৌসুমে প্রচুর পরিমাণ পুরুষ শ্রম বিক্রির উদেশ্যে এলাকা ত্যাগ করে দেশের অন্যান্য শহরে পাড়ি জমায়।

প্রধান প্রধান বিপদাপন্নতার মধ্যে রয়েছে বন্যায় রাস্তাঘাট তলিয়ে যাওয়া, বন্যার সময় বিদ্যালয়ের কার্যক্রম বন্ধ থাকা, জমির ফসল নষ্ট হওয়া, ঘরবাড়ী তলিয়ে যাওয়া, বীজ ও ফসল নষ্ট হওয়া, নদীভাঙ্গনের ফলে এবং বালুতে চর পড়ে ফসলী জমি কমে যাওয়া, জেলা ও উপজেলা শহরের সাথে সংযোগ সড়ক না থাকা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা সুবিধা না থাকা ইত্যাদি। চর পুরাতন হওয়ার

কারণে উঁচু জমিগুলোতে মরিচ, বাদাম, ভুট্টা, ডাল, বেগুন, ধান, গম, মিষ্টি আলু, মিষ্টি কুমড়াসহ নানা ধরনের ফসল উৎপাদন হয় তবে তা চাহিদার তুলনায় কম। রাস্তা বন্যায় ভেসে যাওয়ার ফলে চলাচলের খুব কষ্ট হয়। তাই বর্ষা মৌসুমে চরে চলাচলের একমাত্র বাহন নৌকা আর ভেলা। ইউনিয়নে দরিদ্র পরিবারের সংখ্যাই বেশি ফলে বেশির ভাগ মানুষই দিন মজুরী করে দিন অতিবাহিত করে।

অতীতেও এই ইউনিয়নে বন্যা নদী ভাঙনে মানুষের জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৮৮, ১৯৯৮ ও ২০০৭ সালের প্রলম্বিত বন্যা এ এলাকার সাধারণ মানুষের জীবনকে দূর্বিষহ করে তুলেছিল।

এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে অসময়ে বন্যা, নদী ভাঙ্গন আর অনেক ফসল নষ্ট হয়ে যায় অথবা পরিমাণ মত ফসল উৎপাদন হয়না। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে দুর্যোগ সহনশীল ফসল/বীজ উৎপাদন খুবই কষ্টসাধ্য। এই ইউনিয়নটিতে প্রায় ১০টিরও বেশি এনজিও তাদের পছন্দ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রকম কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। ইউনিয়নে শিক্ষার হার প্রায় ২২% ভাগ। মোট জনসংখ্যা ২৩৫০০ জন (তথ্য ইউপি-২০১০সাল)।

৬ সামাজিক ও আপদের মানচিত্র

ফুলছড়ি ইউনয়নের সামাজিক ও আপদের মানচিত্র নিচে দেয়া হলোঃ

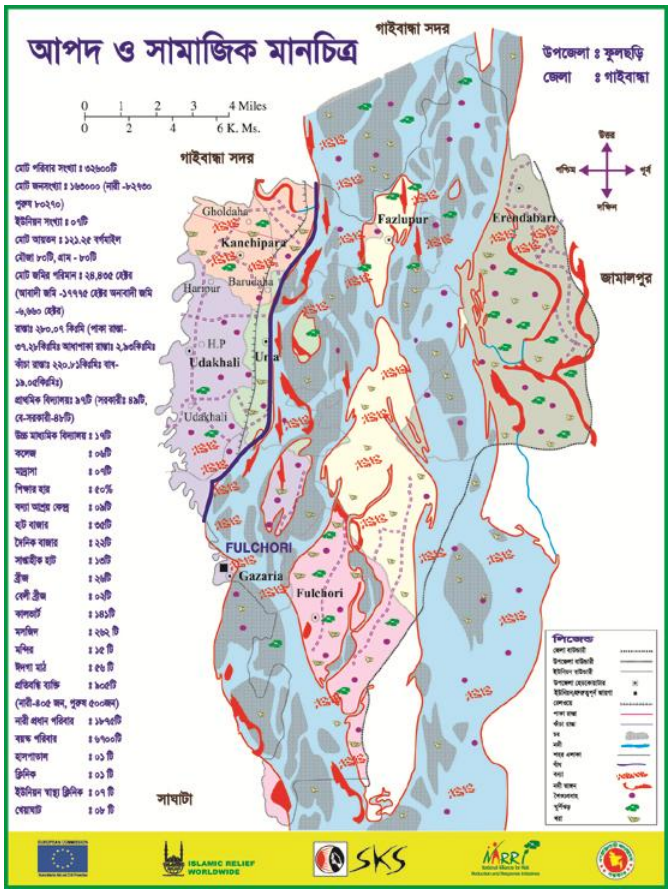

৭ ফুলছড়ি ইউনিয়নের আপদ চিহ্নিতকরণ

বর্তমান		ভবিষ্যৎ	
আপদ	**অগ্রাধিকার**	**আপদ**	**অগ্রাধিকার**
বন্যা	১	অসময়ে বড় বন্যা	২
নদী ভাঙ্গন	২	অতিবৃষ্টি	৪
খরা	৩	ভূমিকম্প	৭
ঘূর্নিঝড়	৪	টর্নেডো	৬
কালবৈশাখী	৫	অতিমাত্রায় নদী ভাঙ্গন	১
শৈত্য প্রবাহ	৬	শিলা বৃষ্টি	৫
আগুন লাগা	৭	অতি খরা	৩

৮ আপদের কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠি যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হন

আপদ	আপদের কারণে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ
বন্যা	বাড়িতে পানি উঠে
	বাড়ী ভেঙ্গে যায়
	নিরাপদ পানির অভাব
	রোগ বালাই বৃদ্ধি পায়
	শাক-সব্জির বাগান নষ্ট হয়ে যায়
	গরু ছাগল, হাঁস-মুরগী ভেসে যায় ও মারা যায়
	বেকারত্ব বাড়ে
	যাতায়াতের বিঘ্ন ঘটে
	ছেলেমেয়ে স্কুলে যেতে পারে না
	লেখাপড়া বন্ধ ও ব্যাহত হয়
	গর্ভবতী মহিলাদের প্রসবকালীন কষ্ট বেড়ে যায়
	দুই বেলা না খেয়ে থাকতে হয়
	ফসলের ক্ষতি হয়
	বীজতলা নষ্ট হয়
	স্থানীয় আমন ধান তলিয়ে গিয়ে পচে যায়

	চুরি ডাকাতি বৃদ্ধি পায়
	খাদ্যের অভাব দেখা দেয়
	প্রতিবন্ধিদের থাকা-খাওয়ার বিঘ্ন ঘটে
	প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের চলাচলে সমস্যা হয়
	প্রতিবন্ধিদের মানসিক কষ্ট বাড়ে
	প্রতিবন্ধিদের প্রাণহানীর সম্ভাবনা থাকে
	প্রতিবন্ধি ব্যক্তিরা কর্মহীন হয়ে পড়ে
	বয়স্ক ব্যক্তিরা সুবিধামত চলাফেরা করতে পারে না
	পায়খানা ব্যবহার করতে কষ্ট হয়
	বয়স্কদের প্রাণহানীর সম্ভাবনা থাকে
	আগাম সর্তক সংকেত পায়না
	স্বাস্থ্য সেবা পায়না
	নামাজ পড়তে পারে না
	আগাম সংবাদের ব্যবস্থা নাই
	সারাদিন ভেজা কাপড়ে থাকতে হয়
	চিকিৎসার অভাব দেখা দেয়
	শিক্ষার্থীরা দূর্বল হয়ে পড়ে
	শিশুরা আতংকে ভোগে
	শিশুরা অপুষ্টিতে ভোগে
	গৃহস্থালীর আসবাবপত্র, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ভেসে যায় ও অন্যান্য সম্পদ পানিতে ভেসে যায়
	বয়স্কদের চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়ায় বিঘ্ন ঘটে
	লাশ পানিতে ভাসিয়ে দিতে হয়
	হাঁস. মুরগী, গরু, ছাগল পানির দামে বিক্রি করতে হয়
	শিশু শ্রম বেড়ে যায়
	খোলা জায়গায় কলার ভেলায় করে পায়খানা করতে হয়
	শিশুর ডায়রিয়াসহ অন্যান্য রোগ বৃদ্ধি পায়
	দূর্ঘটনাজনিত কারণে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয় না
	প্রতিবন্ধি চাহিদা অনুযায়ী সরকারী অনুদান পায়না
	বয়স্করা তাদের উপযোগী ত্রাণ ও অনুদান পায়না
	খোলা আকাশের নিচে বসবাস করতে হয়
	মহিলা ও যুবতী মেয়েদের নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয় এবং যৌন হয়রানি বেড়ে যায়
	বয়স্কদের ল্যাট্রিন ব্যবহারে কষ্ট হয়
	নারীদের ঋতুকালীন কষ্ট বেড়ে যায়
	জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঘরের চালায় বসবাস করা
	প্রতিবন্ধি ও বরস্কদের চিকিৎসার অভাব
	বয়স্কদের থাকা ও ঘুমানোর কষ্ট হয়
	বয়স্কদের খাবারের কষ্ট বেড়ে যায়
	রান্না করা যায়না
	শিশু প্রতিবন্ধি পানিতে ডুবে মারা যায়
	নলকূপ ও ল্যাট্রিন পানিতে ডুবে যায় ও ভেঙ্গে যায়
	নিরাপদ পানি পান ও পায়খানা করতে পারেনা (নারী, পূরুষ ও বয়স্করা)
	শাকসব্জি ও ফসল নষ্ট হয়ে যায়
	আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে
	প্রসবকালীন ধাত্রী পাওয়া যায় না

	প্রয়োজনীয় সম্পদ স্থানান্তর করা যায় না
	বেশির ভাগ সময়ে এক বেলা খেয়ে দিন কাটাতে হয়
	খাবারের জন্য প্রয়োজনীয় শাক-সব্জি পাওয়া যায় না
	নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বেশি থাকে
	আমন ধান ও বীজতলা নষ্ট হয়ে যায়
	চুরি ডাকাতি বেড়ে যায়
	গবাদী পশুপাখি বন্যায় পানিতে ভেসে যায়
	দূর্ঘটনাজনিত কারণে দীর্ঘ মেয়াদী ক্ষত বৃদ্ধি পায়
	গবাদী পশু-পাখি ও মানুষ একই ঘরে থাকতে হয়
আপদ	**সমস্যাসমূহ**
নদী ভাঙ্গন	ঘরবাড়ি উঠানোর কোন জায়গা থাকেনা
	সকল সম্পদ ও মালামাল বিনষ্ট হয়ে যায়
	গাছপালা ক্ষতি হয়
	সামাজিক মর্যাদা কমে যায়
	প্রতিবন্ধিদের দূর্ঘটনা বেশি দেখা দেয়
	পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া যায়না
	দারিদ্রতা বেড়ে যায়
	স্থানান্তরিত হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়
	খোলা আকাশের নিচে বসবাস করতে হয়
	ভিক্ষা বৃত্তি বেড়ে যায় (প্রতিবন্ধি ও বয়স্ক)
	আবাদী জমি নষ্ট হয়ে যায়
	খোলা জায়গায় পায়খানা করতে হয়
	নিরাপদ পানির অভাব
	নির্যাতন ও যৌন হয়রানি বেড়ে যায়
	শিশুদের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়
	বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে
	খোলা জায়গায় আশ্রয় নিতে হয়
	অনেকে একসাথে বসবাস করতে বাধ্য হয়
	খোলা আকাশের নীচে বসবাস করতে হয়
	মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে
	লেখা-পড়া বন্ধ/ব্যাহত হয়
	খোলা জায়গায় প্রস্রাব/পায়খানা করতে হয়
	চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা পায়না
	বিশুদ্ধ পানি পায় না
	বয়স্করা চলাফেরা করতে পারে না, অবহেলিত হয়ে পড়ে
	বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ বেড়ে যায়
	নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে; বিশেষ করে নারী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধি
	অতি দরিদ্র হয়ে যায়
	ভূমিহীন হয়ে যায়
	খাদ্যের অভাব ও মঙ্গা দেখা দেয়
আপদ	**সমস্যাসমূহ**
খরা	বীজ তলা পুড়ে যায় ও চারা নষ্ট হয়ে যায়
	ফসলের বিভিন্ন রোগ বালাই বেড়ে যায় ও ফসল পুড়ে যায়
	সময়মত ফসল বপন ও রোপন করা যায় না

	শিশু ডায়রিয়াসহ মানুষের অন্যান্য রোগ বালাই বেড়ে যায়
	জমির উর্বরতা নষ্ট হয়
	ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা নষ্ট হয়
আপদ	**সমস্যাসমূহ**
কালবৈশাখী	বাড়ী ঘর ও অবকাঠামো ভেঙ্গে যায়
	বয়স্ক, শিশু, প্রতিবন্ধীর নিরাপত্তার অভাব
	প্রানহাণী ঘটে
আপদ	**সমস্যা**
শৈত্য প্রবাহ	বয়স্ক, শিশু, নারী ও প্রতিবন্ধি মারা যায়
	গবাদী পশু পাখি মারা যায়

৯ সমস্যার কারণসমূহ

সমস্যাসমূহ	সমস্যার কারণসমূহ	অগ্রাধিকার
বাড়িতে পানি উঠে	• বসত বাড়ি নিচু	১
বাড়ী ভেঙ্গে যায়	• দূর্বল অবকাঠামো	৩
নিরাপদ পানির অভাব	• নলকুপের গোড়া পানি ওঠে • পর্যাপ্ত নলকুপের অভাব	৬
রোগ বালাই বৃদ্ধি পায়	• যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করে এবং পচা ও মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয় • খোলা জায়গায় পায়খানা করা • দুষিত পানি পান করতে হয় • পানিতে বেশি সময় ধরে আটকে থাকতে হয়	৭
শাক-সব্জির বাগান নষ্ট হয়ে যায়	• বন্যা সহনশীল বীজ না পাওয়া • শাকসবজির বাগান নিচু এবং বাগানে পানি ওঠে	৯
গরু ছাগল, হাঁস-মুরগী ভেসে যায় ও মারা যায়	• আগাম সংবাদ না পাওয়া • সমাজভিত্তিক বন্যা পুর্বাভাস সর্তকীকরণ ব্যবস্থা না থাকা • সংরক্ষণের উপযুক্ত স্থান না থাকা • খাদ্যের অভাবে বান ডোবা (পানিতে ডুবিয়ে যাওয়া) ঘাস খায়	১০
বেকারত্ব বাড়ে	• কাজের কোন সুযোগ নাই • এলাকায় কাজের সুযোগ থাকে না	১১
যাতায়াতের বিঘ্ন ঘটে	• রাস্তাঘাট ডুবে যায় • রাস্তাঘাট ভেঙ্গে যায়	৪
ছেলেমেয়ে স্কুলে যেতে পারে না	• স্কুলের মাঠ ডুবে যায় • স্কুল ঘরে পানি ওঠে • রাস্তায় পানি ওঠে এবং অনেক সময় ভেঙ্গে যায় • স্কুল ঘর আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার হয়	১২
লেখাপড়া বন্ধ ও ব্যাহত হয়	• স্কুল ঘর ও মাঠ ডুবে যায়	১৩

	• স্কুলের রাস্তা নিচু ও সংস্কার করা হয় না	
গর্ভবতী মহিলাদের প্রসবকালীন কষ্ট বেড়ে যায়	• সময় মত ধাত্রী পাওয়া যায় না • দ্রুত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেওয়ার ব্যবস্থা থাকে না • প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ধাত্রী নেই	১৯
দুই বেলা না খেয়ে থাকতে হয়	• আলগা চুলা থাকা • শুকনা খাবার না থাকা • খাবারের যোগান থাকে না • খাদ্য ক্রয় করার সামর্থ থাকে না	২০
ফসলের ক্ষতি হয়	• ফসল রক্ষা বাঁধ না থাকা • অসময়ে বন্যা • বন্যা সহনশীল চারা না থাকা	২১
বীজতলা নষ্ট হয়	• অসময়ে বন্যা • বন্যা সহনশীল চারা না থাকা	২৩
স্থানীয় আমন ধান তলিয়ে গিয়ে পচে যায়	• হঠাৎ করে অনেক পানি আসে • অসময়ে বন্যা • জলাবদ্ধতা ও অধিক বৃষ্টিপাত • বন্যাসহনশীল জাতের বীজের ব্যবস্থা না থাকা	২৫
চুরি ডাকাতি বৃদ্ধি পায়	• বাড়ির কাছে নৌকা চাপানো সহজ হয় • লোকজন একাত্রিত হতে পারেনা • প্রশাসনের নজরদারি থাকেনা/কম থাকে • চরে/এলাকায় স্থানীয়ভাবে কোন নৌকা না থাকা	২৬
খাদ্যের অভাব দেখা দেয়	• পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ থাকেনা • দ্রব্য মূল্যের দাম বেড়ে যায় • কর্মসংস্থানের অভাবে খাদ্য ক্রয় ক্ষমতা কমে যায়	২৭
প্রতিবন্ধিদের থাকা-খাওয়ার বিঘ্ন ঘটে	• পরিবারের লোকজন অন্য কাজে ব্যস্ত থাকা • দেখা শুনা ও নজর দিতে পারেনা • সহায়ক উপকরণ নাই	২৭
প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের চলাচলে সমস্যা হয়	• পর্যাপ্ত পরিমাণ সহায়ক উপকরণ নাই • পরিবারের লোকজন অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে	৮
প্রতিবন্ধিদের মানসিক কষ্ট বাড়ে	• বিশেষভাবে উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা নেই • পারিবারিক অবহেলা	২৫
প্রতিবন্ধিদের প্রাণহানীর সম্ভাবনা থাকে	• সহাযক উপকরন না থাকা (হইল চেয়ার, স্ক্রাচ, লাঠি, হেয়ারিং, ইত্যাদি) • প্রতিবন্ধিরা পরনির্ভরশীল হয় • প্রতিবন্ধিদের সহায়ক উপকরণ ব্যবহারের প্রবেশগম্যতা নাই	২৮
প্রতিবন্ধি ব্যক্তিরা কর্মহীন হয়ে পড়ে	• প্রতিবন্ধী উপযোগী কর্মসংস্থান না থাকা • প্রতিবন্ধী উপযোগী কর্মসংস্থান নষ্ট হয়ে যায়	২৯
বয়স্ক ব্যক্তিরা সুবিধামত চলাফেরা করতে পারে না	• বয়স্কদের সহায়ক উপকরণ না থাকা (লাঠি, চশমা)	৩০

পায়খানা ব্যবহার করতে কষ্ট হয়	• বয়স্কদের ব্যবহার উপযোগী পায়খানা না থাকা • বাড়ী থেকে পায়খানার দুরত্ব বেশী	৩১
বয়স্কদের প্রাণহানীর সম্ভাবনা থাকে	• দ্রুত নিরাপদ স্থানে নেওয়ার ব্যবস্থা নেই • উদ্ধারকারী দল নাই • বয়স্কদেরকে অবহেলা করে • বাড়ীর মায়া ছাড়তে পারেনা	৩৪
আগাম সর্তক সংকেত পায়না	• আগাম সংবাদ প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ না থাকা • সমাজ ও গ্রামভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ ব্যবস্থা নাথাকা	৩৬
স্বাস্থ্য সেবা পায়না	• ডাক্তারের কাছে যাওয়া/আনা যায়না • স্বাস্থ্য ক্যাম্প হয় না	৩৭
নামাজ পড়তে পারে না	• মসজিদ নিচু স্থানে	৩৮
আগাম সংবাদের ব্যবস্থা নাই	• সরকারী বেসরকারীভাবে সর্তক সংকেত প্রচারের প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং প্রক্রিয়া নেই	৩৯
সারাদিন ভেজা কাপড়ে থাকতে হয়	• পর্যাপ্ত পরিমাণ কাপড় না থাকা • পূর্ব প্রস্তুতি ও অতিরিক্ত কাপড় থাকে না	৪০
চিকিৎসার অভাব দেখা দেয়	• স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিকটবর্তী না থাকা • যাতায়াত ব্যবস্থা না থাকা • ঔষধের অভাব • পর্যাপ্ত পরিমাণ ঔষধ সরবরাহ নাই	৫
শিক্ষার্থীরা দূর্বল হয়ে পড়ে	• স্কুল দীর্ঘদিন বন্ধ থাকে • বিকল্প শিক্ষার ব্যবস্থা নেই • পরিবারকর্তৃক অবহেলা	৯
শিশুরা আতংকে ভোগে	• স্রোতে ভেসে যাওয়ার ভয় থাকে • চারদিকে পানি দেখার অভিজ্ঞতা নাই • সাপ ও পোকামাকড়ের ভয় থাকে	১৭
শিশুরা অপুষ্টিতে ভোগে	• চাহিদা অনুযায়ী খাবার পায়না • পুষ্টিকর খাবারের অভাব	২০
গৃহস্থালীর আসবাবপত্র, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ভেসে যায় ও অন্যান্য সম্পদ পানিতে ভেসে যায়	• আগাম সতর্ক সংবাদ না পাওয়া • উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা নাই	৩৯
বয়স্কদের চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়ায় বিঘ্ন ঘটে	• পরিবারের লোকজন অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে • সময়মতো রান্না করতে পারেনা • গুরুত্ব কম দেয়	৪১
লাশ পানিতে ভাসিয়ে দিতে হয়	• কবরের স্থান নীচু	৪৩
হাঁস. মুরগী, গরু, ছাগল পানির দামে বিক্রি করতে হয়	• সংরক্ষণের ব্যবস্থা নাই • রোগ বৃদ্ধি পায় • ভেসে যেতে পারে • খাদ্যের অভাব	৪৪
শিশু শ্রম বেড়ে যায়	• স্কুল বন্ধ থাকে	৪৬

	• পারিবারিক খাদ্যের অভাব • বিকল্প লেখাপড়ার ব্যবস্থা নাই	
খোলা জায়গায় কলার ভেলায় করে পায়খানা করতে হয়	• তাৎক্ষণিকভাবে উঁচু স্থানে পায়খানা স্থাপন করার সামর্থ থাকে না • পায়খানা তলিয়ে যায়	৮৮
শিশুর ডায়রিয়াসহ অন্যান্য রোগ বৃদ্ধি পায়	• নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিচর্যার অভাব • দূষিত পানি পান করার জন্য	৪৮
দূর্ঘটনাজনিত কারণে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয় না	• নিয়মিত স্বাস্থ্য ক্যাম্প হয় না • প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি নাই • যোগাযোগ ব্যবস্থা বিছিন্ন থাকে	৪৯
প্রতিবন্ধি চাহিদা অনুযায়ী সরকারী অনুদান পায়না	• চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত তালিকা না থাকা • ত্রাণ ও অনুদানের তালিকা সীমিত	৫০
বয়স্করা তাদের উপযোগী ত্রাণ ও অনুদান পায়না	• ত্রাণ ও অনুদানের তালিকা সীমিত • বয়স্কদের কথা চিন্তা না করেই ত্রাণ ক্রয় করা/বিতরন	১৩
খোলা আকাশের নিচে বসবাস করতে হয়	• তাৎক্ষণিকভাবে ঘর উঠানোর সামর্থ থাকেনা • আশ্রয় কেন্দ্র না থাকা	১৪
মহিলা ও যুবতী মেয়েদের নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয় এবং যৌন হয়রানি বেড়ে যায়	• একই স্থানে একাধিক পরিবার একত্রে বসবাস করে • অন্যের আশ্রয়ে থাকার কারণে • মহিলাদের বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই • আইনশৃংঙ্খলা জোরদার না থাকা	৪৫ ৩৯
বয়স্কদের ল্যাট্রিন ব্যবহারে কষ্ট হয়	• বাড়ী থেকে ল্যাট্রিন দূরে • ল্যাট্রিনে যাতায়াতের উপকরণের ব্যবস্থা না থাকা। • বয়স্কদের সহায়ক উপযোগী ল্যাট্রিন নাই	৪৮
নারীদের ঋতুকালীন কষ্ট বেড়ে যায়	• পর্যাপ্ত পরিমাণ স্যানিট্যারি ন্যাপকিন না থাকা • অপরিচ্ছন্ন থাকা	৪৯
জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঘরের চালায় বসবাস করা	• আশ্রয় কেন্দ্র নাই • আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ নাই • তাৎক্ষণিক উদ্ধারের ব্যবস্থা নাই	১৯
প্রতিবন্ধি ও বরস্কদের চিকিৎসার অভাব	• পর্যাপ্ত পরিমাণ চিকিৎসার সামগ্রী নাই	১৭
বয়স্কদের থাকা ও ঘুমানোর কষ্ট হয়	• আলাদা করে রাখা • অবহেলা ও অপরিচ্ছন্ন ঘরে রাখা	১৮
বয়স্কদের খাবারের কষ্ট বেড়ে যায়	• বয়স্কদের উপযোগী খাবার সরবরাহ করা হয় না • বিশেষভাবে উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা নেই	১৫
রান্না করা যায়না	• শুকনা খড়ি, আলোক চুলা ও ভেলার ব্যবস্থা না থাকা	১৪
ডশশু ও প্রতিবন্ধি পানিতে ডুবে মারা যায়	• বাবা-মা'র অসচেতনতা ও সবকিছু পানিতে ডুবে যাওয়া	১১

নলকূপ ও ল্যাট্রিন পানিতে ডুবে যায় ও ভেঙ্গে যায়	• নিচু জায়গায় নলকুপ ও ল্যাট্রিন স্থাপন ও দূর্বল অবকাঠামো	১৩
নিরাপদ পানি পান ও পায়খানা করতে পারেনা (নারী, পূরুষ ও বয়স্করা)	• নিচু স্থানে ল্যাট্রিন ও নলকূপ স্থাপন • নলকূপের গোড়া পাকা না থাকা	
শাকসব্জি ও ফসল নষ্ট হয়ে যায়	• জলাবদ্ধতা ও অধিক বৃষ্টিপাত • বন্যাসহনশীল জাতের বীজের ব্যবস্থা না থাকা	১৯
আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে	• আশ্রয় কেন্দ্র না থাকা	১
প্রসবকালীন ধাত্রী পাওয়া যায় না	• এলাকায় প্রশিক্ষন প্রাপ্ত ধাত্রী না থাকা • স্থানীয় যোগেরযোগের বাহন না থাকা	১০
প্রয়োজনীয় সম্পদ স্থানান্তর করা যায় না	• আগাম সংবাদ না পাওয়ার স্থানীয় বাহন (নৌকাভ্যান) না থাকা	২৮
বেশির ভাগ সময়ে এক বেলা খেয়ে দিন কাটাতে হয়	• রান্নার কোন সুযোগ থাকে না এবং শুকনা খাবার মজুদ থাকে না	৫১
খাবারের জন্য প্রয়োজনীয় শাক-সব্জি পাওয়া যায় না	• সবজি বাগান নষ্ট হয় • স্থানীয়ভাবে সরবরাহ কম • বন্যা সহনশীল সব্জি উৎপাদনের ব্যবস্থা না থাকা	৫২
নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বেশি থাকে	• বাজারে সরবরাহ কম • স্থানীয় উৎপাদিত পন্য সংরক্ষণ/মজুদের ব্যবস্থা নাই	৫৩
আমন ধান ও বীজতলা নষ্ট হয়ে যায়	• বীজ তলা নিচু • অসময়ে বন্যা • বন্যা সহনশীল জাতের বীজ/আশ্রয় কেন্দ্র না থাকা	৫৪
চুরি ডাকাতি বেড়ে যায়	• প্রশাসনিক নজরদারী কম থাকে • নৌকা সহজেই বাড়ীর কাছাকাছি যায় • স্থানীয় পরিবারগুলোর মধ্যে একতার অভাব	৫৫
গবাদী পশুপাখি বন্যায় পানিতে ভেসে যায়	• উদ্ধার এবং সংরক্ষনের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকা	৫৬
দূর্ঘটনাজনিত কারণে দীর্ঘ মেয়াদী ক্ষত বৃদ্ধি পায়	• প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি না থাকা • সচেতনতার অভাব	৯
গবাদী পশু-পাখি ও মানুষ একই ঘরে থাকতে হয়	• গোচারণ ভূমি /উঁচু স্থান থাকে না • একাধিক ঘরের ব্যবস্থা না থাকা	৮

সমস্যাসমূহ	সমস্যার কারণসমূহ	অগ্রাধিকার
ঘরবাড়ি উঠানোর কোন জায়গা থাকেনা	• সমস্ত জায়গা জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায় • খাস জমি সহজে পাওয়া যায় না	**১৬**
সকল সম্পদ ও মালামাল বিনষ্ট হয়ে যায়	• স্থান পরিবর্তন করার সময় কম থাকে • নিরাপদ আশ্রয়ের সহযোগীতা পায়না	২
গাছপালা ক্ষতি হয়	• ছোট ও অল্প বয়সের গাছপালা কেটে ফেলতে হয় • কম দামে গাছ বিক্রয় করতে হয়	**২২**
সামাজিক মর্যাদা কমে যায়	• অন্যের আশ্রয়ে থাকা	**২৪**

	• পরনির্ভরশীলতা	
প্রতিবন্ধিদের দূর্ঘটনা বেশি দেখা দেয়	• প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণ পায়না	৩২
পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া যায়না	• স্বাস্থ্য কর্মীগণ নিয়মিত যোগাযোগ করতে পারে না • সরকারী ঔষধ পর্যাপ্ত না থাকা	৩৫
দারিদ্রতা বেড়ে যায়	• কাজের সুযোগ থাকে না	৪২
স্থানান্তরিত হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়	• বাড়িগুলো বিচ্ছিন্ন হওয়া	৪৭
খোলা আকাশের নিচে বসবাস করতে হয়	• তাৎক্ষণিকভাবে ঘরবাড়ি তোলার সামর্থ্য থাকেনা	৫৭
ভিক্ষা বৃত্তি বেড়ে যায় (প্রতিবন্ধি ও বয়স্ক)	• সহায়-সম্পদ ও মূলধন নদীতে খোয়া যায়	৫৮
আবাদী জমি নষ্ট হয়ে যায়	• জমিতে বালি পড়ে • খাল হয়ে যায়	৫৯
খোলা জায়গায় পায়খানা করতে হয়	• তাৎক্ষনিকভাবে ল্যাট্রিন স্থাপনের সামর্থ থাকেনা	৭১
নিরাপদ পানির অভাব	• অর্থের অভাবে নলকুপ স্থাপন করা সম্ভব হয়না	৭২
নির্যাতন ও যৌন হয়রানি বেড়ে যায়	• একত্রে গাদা গাদী করে বসবাস করা	৭৩
শিশুদের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়	• বিকল্প শিক্ষা চালু করার কোন সুযোগ নেই	৭৪
বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে	• পর্যাপ্ত আয় থাকেনা	৭৫
খোলা জায়গায় আশ্রয় নিতে হয়	• আশ্রয় কেন্দ্র নাই	৭৬
অনেকে একসাথে বসবাস করতে বাধ্য হয়	• পর্যাপ্ত ঘর না থাকা	৭৭
খোলা আকাশের নীচে বসবাস করতে হয়	• তাৎক্ষনিক ভাবে ঘর তোলার সময় থাকে না	৭৮
মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে	• এলাকায় আশ্রয় কেন্দ্র না থাকা • নিজস্ব/খাস জমির জন্য সরকারী বন্দোবস্ত না থাকা	৭৯
লেখা-পড়া বন্ধ/ব্যাহত হয়	• তাৎক্ষনিকভাবে স্কুল ঘর অন্য জায়গায় পূর্ণ নির্মাণের ব্যবস্থা না করা • বিকল্প লেখাপড়া ব্যবস্থা না থাকা	৮৮
খোলা জায়গায় প্রস্রাব/পায়খানা করতে হয়	• তাৎক্ষণিকভাবে পায়খানা ও প্রস্রাবখানা তৈরির ব্যবস্থা ও সামর্থ না থাকা	৮৯
চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা পায়না	• এলাকায় স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকা	৮১
বিশুদ্ধ পানি পায় না	• নলকুপ পানিতে ডুবে যায় এবং নদী গর্ভে চলে যায় • তাৎক্ষনিক ভাবে নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা না থাকা	৮২
বয়স্করা চলাফেরা করতে পারে না, অবহেলিত হয়ে পড়ে	• অভিভাবকের অসচেতনতা • সহায়ক উপকরণ না থাকা	৮৩
বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ বেড়ে যায়	• অভাব ও অসচেতনতা ফলে বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ বেড়ে যায়	৮০
নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে; বিশেষ করে নারী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধি	• পারিবারিকভাবে অবহেলার কারণে • নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধিদের মতামতের গুরত্ব না দেওয়া	৮৪
অতি দরিদ্র হয়ে যায়	• বিকল্প কাজের ব্যবস্থা না থাকা	৮৫

	• মূলধন থাকে না	
ভূমিহীন হয়ে যায়	• অল্প জমি/নদীতে ভেঙ্গে যায় • খাস জমিতে বন্দোবস্ত না থাকা	৮৭
খাদ্যের অভাব ও মঙ্গা দেখা দেয়	• মঙ্গা মোকাবেলায় বিকল্প কাজের ব্যবস্থা না থাকা • আগাম মঙ্গাকালীন ফসলের ব্যবস্থা না থাকা	৮৬

সমস্যাসমূহ	সমস্যার কারণসমূহ	অগ্রাধিকার
বীজ তলা পুড়ে যায় ও চারা নষ্ট হয়ে যায়	• পানি সেচের পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকা	৭০
ফসলের বিভিন্ন রোগ বালাই বেড়ে যায় ও ফসল পুড়ে যায়	• রোগ সহনশীল জাতের বীজের ব্যবস্থা না থাকা • স্বল্প মূল্যে ও সুদমুক্ত ঋনের মাধ্যমে শ্যালো মেশিনের ব্যবস্থা না থাকা	৬৯
সময়মত ফসল বপন ও রোপন করা যায় না	• সেচের ব্যবস্থা নাই	৬৪
শিশু ডায়রিয়াসহ মানুষের অন্যান্য রোগ বালাই বেড়ে যায়	• এলাকায় সঠিক সময়ে স্বাস্থ্য কর্মীর পরামর্শ অব্যাহত না থাকা	৬৫
জমির উর্বরতা নষ্ট হয়	• উপকারী পোকামাকড় মারা যায় ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা	৬৭
ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা নষ্ট হয়	• স্কুল মাঠ ও রাস্তার পার্শ্বে গাছ পালা না থাকা	৬৮

সমস্যাসমূহ	সমস্যার কারণসমূহ	অগ্রাধিকার
বাড়ী ঘর ও অবকাঠামো ভেঙ্গে যায়	• দূর্বল অবকাঠামো • ঘরের সাথে নিরাপত্তা মূলক টানার ব্যবস্থা না থাকা	৬১
বয়স্ক, শিশু, প্রতিবন্ধীর নিরাপত্তার অভাব	• ঝড়ের সময় করণীয় পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ না থাকা	৬০
প্রানহাণী ঘটে	• আগাম সর্তক বার্তা না থাকা	৬৬

সমস্যাসমূহ	সমস্যার কারণসমূহ	অগ্রাধিকার
বয়স্ক, শিশু, নারী ও প্রতিবন্ধী মারা যায়	• পর্যাপ্ত শীত বস্ত্র না থাকা • ঘরের বেড়া দূর্বল থাকা • জরুরী চিকিৎসা ক্যাম্পের ব্যবস্থা না থাকা	৬২
গবাদী পশু পাখি মারা যায়	• গরম বস্ত্র না থাকা • জরুরীভিত্তিক রোগ প্রতিষেধক টিকা ও স্বাস্থ্য ক্যাম্পের ব্যবস্থা না থাকা	৬৩

১০ ঝুঁকির বর্ণনা

সমস্যা সৃষ্টির প্রধান		

কারণসমূহ (বিপদাপন্নতা)	কারণসমূহ মোকাবেলা করা না হলে কী কী ঝুঁকি দেখা দিতে পারে	অগ্রাধিকার
বসত বাড়ি নীচু	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ১৩৬৫টি পরিবারের বসতভিটায় পানি ওঠে সম্পদ নষ্ট হয়ে আনুমানিক ২২ লক্ষ টাকা ক্ষতি হতে পারে (বাজে ফুলছড়ি গ্রামে আফসারের বাড়ী হতে উত্তরে কালুর পাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ড় (১১০০x১০x২) বৃহত্তর ১ নং ওয়ার্ডের কালুর পাড়ার ১১০টি বসতভিটা উঁচু করা) ফুলছড়ি ইউনিয়নের বৃহত্তর ১ নং ওয়ার্ডের বাজেফুলছড়ি গ্রামে ১০০ টি বসতভিটা উঁচু করা) ফুলছড়ি ইউনিয়নের বৃহত্তর ১ নং ওয়ার্ডের পেপুলিয়া গ্রামে ১৫০টি বসত ভিটা উঁচুকরণের ব্যবস্থা করা। ফুলছড়ি ইউনিয়নের বৃহত্তর ২ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম গাবগাছি গ্রামে ২৩০টি বসতভিটা উঁচু করা) ফুলছড়ি ইউনিয়নের বৃহত্তর ২ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ খোলাবাড়ি গ্রামে ২৫০টি বসতভিটা উঁচু করা) ফুলছড়ি ইউনিয়নের বৃহত্তর ৩ নং ওয়ার্ডের বাঘ বাড়ি গ্রামে ১২৫টি বসতভিটা উঁচু করা) ফুলছড়ি ইউনিয়নের বৃহত্তর ৩ নং ওয়ার্ডের জামিরা গ্রামে ২০০টি ভিটা উঁচু করা। ফুলছড়ি ইউনিয়নের বৃহত্তর ৩ নং ওয়ার্ডের ঘরভাঙ্গা গ্রামে ১০০টি ভিটা উঁচু করা	১
দুর্বল অবকাঠামো	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ১০৮০ টি পরিবারের বসতভিটায় পানি ওঠে দুর্বল অবকাঠামো ভেংগে গিয়ে আনমানিক ১০ লক্ষ টাকা সম্পদ ক্ষতি হতে পারে	২
নিরাপদ পানির অভাব	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নে চর এলাকার ৫৭২টি নলকুপ ডুবে গিয়ে প্রায় ১৩০০টি পরিবার পানিবাহিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে	৩
খোলা জায়গায় পায়খানা করা	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নেরর ১২৫০টি পরিবারের পায়খানা ডুবে গিয়ে এবং ভেংগে গিয়ে উক্ত পরিবার গুলোর মধ্যে কলেরা আমাশয়, ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে ২০-২৫ জন লোক মারা যেতে পারে	৪
রাস্তাঘাট ডুবে এবং যায় ভেঙ্গে যায়	১ নং ওয়ার্ডের কালুর পাড়া গ্রামের সোবাহানের বাড়ী থেকে কালুর পাড়া রেজিঃপ্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত (১০০০×৮×৩) রাস্তা উঁচু করা। ফুলছড়ি ইউনিয়নের বৃহত্তর ১ নং ওয়ার্ডের কালূর পাড়া গ্রামে ইউসুফ মন্ডলের বাড়ী থেকে উত্তর পূর্ব দিকে বারেকের বাড়ী হয়ে কশেমের বাড়ী পর্যন্ত (১০০ô× ৫́) ফুট রাস্ড়া তৈরী করা । বাজে ফুলছড়ি গ্রামের গুচ্ছ গ্রামের বিরিজ থেকে আবুল ফকিরের বাড়ী পর্যন্ড়। (১০ó×১ó×৩́) ফুট রাস্ড়া।) ফুলছড়ি ইউনিয়নের বৃহত্তের ১নং ওয়ার্ডের বাজে ফুলছড়ি গ্রামের ফয়জালের বাড়ী থেকে বেলালের বাড়ী পর্যন্ড় (৭০ó×৫́×৪́) ফুট রাস্ড়া উচ্চু করা। বাজে ফুলছড়ি গ্রামে আফছারের বাড়ী হতে উত্তরে কালুর পাড়া জামে মসজিদ পযর্ন্ড়। (১১০ó× ১০ ́×২́×) রাস্ড়া মেরামত করা।২নং বৃহত্তর ওয়ার্ডের দক্ষিণ খোলবাড়ী গ্রামের বেললের বাড়ী থেকে শমসুলের বাড়ী পর্যন্ড়। (১২০০ × ৮× ৪) রাস্ড়া তৈরী করা) বৃহত্তর ৩নং ওয়ার্ডের পূর্ব গাবগাছি গ্রামের পূর্ব রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কিনো মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ড় (১০০ó× ৮́×৩) ফুট রাস্ড়া তৈরী করা ।) বৃহত্তর ১নং ওয়ার্ডের পেপুলিয়া গ্রামের হাসেমের বড়ী হইতে খেয়া ঘাট পর্যন্ড়। (২৫́×১২́×৩́) ফুট পর্যন্ড় রস্ড়া উচু করাসহ দুটি কালভাটের ব্যবস্থা করা। বৃহত্তের ১নং ওয়ার্ডের পেপুলিয়া গ্রামের আদর্শ গ্রাম হতে। দক্ষিণ পেপুলিয়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ড়। (১৫́×৬́×১́) রাস্ড়া উচু করা পপুলিয়া গ্রামের দুলুর বাড়ী থেকে জমে মসজিদ পর্যন্ড় (১২০ó×৮́×৩́) ফুট রাস্ড়া উচু করা। ফুলছড়ি ইউনিয়নের বৃহত্তর ২নং ওয়ার্ডেও পারুল গ্রামের বদিয়ার বাড়ী থেকে হামিদের বাড়ী পর্যন্ত (১০ó×৮́×৩) ফুট রাস্ড়া উচু করা ফুলছড়ি ইউনিয়নের বৃহত্তর ২নং ওয়ার্ডের পারর্ন্ল গ্রামে সোয়াদ প্রামানিকের বাড়ী থেকে মজিদের বাড়ী পর্যন্ড়	৫

	(৮০০×৭×৩) ফুট রাস্ড় উচু করা।) ফুলছড়ি ইউনিয়নের বৃহত্তর ২নং ওয়ার্ডের পশ্চিম গাবগাছি গ্রামের ছমিরের বাড়ী থেকে মালেকের বাড়ী পর্যন্ড় (১২০০×৬×৫) ফুট রাস্তা উচু করা। ফুলছড়ি ইউনিয়নের বৃহত্তর ২নং ওয়ার্ডের পশ্চিম গাবগছি গ্রামের রফিকের বাড়ী থেকে সর্দারের চর সরকারী প্রা: বিদ্যালয় পর্যন্ড় (৮০০×৬×৫) ফুট রাস্থা উচু ফুলছড়ি গ্রামের কদমের বাড়ী থেকে আয়নুদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ড় (৫০০×১২×২) ফুট রাস্ড়া উচু করা। প) ৩নং বৃহত্তর ওয়ার্ডের বাঘবাড়ি গ্রামের আনন্দ বাজার থেকে ময়নালের বাড়ী পর্যন্ড় (৫০০×১২×৮) তৈরী করতে হবে।) বাঘবাড়ী গ্রামের আশেদ এর বাড়ী থেকে আশকারের বাড়ী পর্যন্ড় (১০০×৪×৬) ফুলছড়ি ইউনিয়নের বৃহত্তর ৩নং ওয়ার্ডের জামিরা গ্রামে ময়দান আলীর বাড়ী থেকে সুরজ মিয়র বাড়ী পর্যন্ড় (৬০০×১২×১০) ফুট রাস্ড়া উচু করা। জামিরা গ্রামের তসলিমের বাড়ী থেকে পশ্চিমে নইম উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ড় (১০০০×৮×৩) পর্যন্ড় রাস্ড়া উচু করা ঘরভাঙ্গা গ্রামের সোলাইমান মোল-ার বাড়ী থেকে শাজাহান মাষ্টারের বড়ী পর্যন্ড় (৭০০×৮×৯) উচু করন। টংরাকন্দি সবুর চেয়ারম্যনের বাড়ী থেকে ঈদ গা মাঠ পর্যন্ড় (১৫×১২×৩) রাস্তাগুলো মেরামত ও সংস্কার না করলে ১০০০০ মানুষ বন্যার সময় যাতায়াত করতে পারবেনা এবং ৭৫০ ছাত্রছাত্রী স্কুলে যেতে পারবেনা এমনি ২ মাস তাদেও লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে	
স্কুলের মাঠ ডুবে যায় ও আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয়	২০০৭ মালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের পারুল সরকারী প্রাথামিক বিদ্যালয়, কালুর পাড়া রেজি: বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সরদারের চর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কালুর পাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসায় পানি উঠে ১৩০০ ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপাড়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং ৩০০ ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়তে পারে	৬
সময়মত ধাত্রী পাওয়া যায়না ও দ্রুত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেওয়ার ব্যবস্থা নাই	২০০৭ সালের মত ফুলছড়ি ইউনিয়নের১৪০০ টি পরিবারের মধ্যে ১৭৫ জন গর্ভবতী মহিলা সময়মত চিকিৎসার অভাবে ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর অভাবে প্রসবকালীন জটিলতা বেড়ে যেতে পারে এবং ১০-১৫জন গর্ভবতী মারা যেতে পারে	৭
অসময়ে বন্যায় বীজ তলা নষ্ট হয়ে যায়	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ১৯৯৭টি পরিবার ১২৩৫ একর জমির বীজ ডুবে গিয়ে আনুমানিক ৩ লক্ষ টাকার বীজতলা ক্ষতি হতে পারে	৮
ফসলী জমি নীচু	২০০৭সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ৩০০০টি পরিবারের ৫৬০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে পরিবারগুলোর আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকার ফসল ক্ষতি হতে পারে	৯
আলগা চুলা ও খড়ের লাকড়ী না থাকা	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ২১০০টি পরিবার আলগা চুলা ও খাড়ের লাকড়ী না থাকায় একবেলা খেয়ে থাকতে হবে এবং নানা রকম রোগে আক্রান্ত হতে পারে	১০
প্রতিবন্ধীদের সহায়ক উপকরণ নাই	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ১৮৩টি পরিবারের প্রতিবন্ধি সহায়ক উপকরণ না থাকায় বন্যার সময় পড়ে গিয়ে ১০-১২জন প্রতিবন্ধি মারা যেতে পারে	১১
ব্যবহারিক কাপড় না থাকা	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের চরএলাকার ৮৫০টি পরিবারের ৪১৫ জন লোকের সারাদিন ভেজা কাপড়ে থাকার জন্য বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে	১২
বাড়ির কাছে নৌকা চাপানো সহজ হয়	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ১২০০টি পরিবারের মধ্যে চুরি ডাকাতি ও মালামাল খোয়া গিয়ে আনুমানিক ২ লক্ষ টাকার সম্পদ ক্ষতি হতে পারে	১৩
বন্যা সহনশীল বীজ পাওয়া যায় না এবং	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ৫২৫ একর জমির শাকসব্জি নষ্ট হয়ে ১২২০ পরিবারগুলোর মধ্যে পুষ্টির অভাব দেখা দিতে পারে	১৪

শাকসব্জি নষ্ট হয়ে যেতে পারে		
আগাম সংবাদ না পাওয়া ও দ্রুত উদ্ধারের ব্যবস্থা না থাকা	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ২৫০৮টি পরিবার বন্যার আগাম সংবাদ না পেয়ে গরু ছাগল হাঁস মুরগি ও অন্যান্য সম্পদ ভেসে গিয়ে আনুমানিক ১৫ লক্ষ টাকার সম্পদ ক্ষতি হতে পারে	১৫
বয়স্কদের উপযোগী খাবার থাকে না	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ১২৫০টি পরিবারের ৪৪৪ জন বয়স্ক লোক তাদের উপযোগী খাবার না খেয়ে দূর্বল হয়ে যেতে পারে এবং ১০ জন বয়স্ক লোক মারা যেতে পারে	১৬
পর্যাপ্ত পরিমান খাদ্য সরবরাহ থাকে না ও দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়ে যায়	২০০৭সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ১২১০টি পরিবার খাবারের অভাবে এক বেলা না খেয়ে থাকতে হতে পারে	১৭
স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিকটবর্তী না থাকা ও যাতায়াত ব্যবস্থা না থাকা	২০০৭সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ২১২১টি পরিবারের স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিকটবর্তী না থাকায় ও যাতায়াত বিছিন্ন হওয়ায় চিকিৎসার অভাব দেখা দিতে পারে এবং ৭ জন নারী ও শিশু মারা যেতে পারে	১৮
স্রোতে ভেসে যাওয়ার ভয় থাকে	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের চর এলাকার ১১১২টি পরিবারের ১২৫ শিশুর বন্যার পানিতে পড়ে ভেসে যেতে পারে ও মারা যেতে পারে	১৮
আগাম সতর্ক সংবাদ না পাওয়া	ক. ২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ১২৫২টি পরিবার বন্যার আগাম সংবাদ না পেলে গৃহস্থালীয় জিনিসপত্র ও প্রাণিসম্পদসহ ভেসে গিয়ে ১২-১৫ লক্ষ টাকার মালামাল ক্ষতি হতে পারে; খ) ১৯৮৭ ও ২০০৭ সালের মত বন্যা হলে এবং আগাম সংবাদ পৌঁছানোর কোন মাধ্যম না থাকলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ২১২০টি পরিবারের আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকার মালামাল ক্ষতি হতে পারে এবং বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধি ও শিশুসহ প্রায় ২০জন ব্যক্তি মারা যেতে পারে	২০
পুষ্টিকর খাবারের অভাব এবং খাদ্যের গুনগতমান অনুযায়ী খাবার না পাওয়া	২০০৯ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ২১৭৪টি পরিবারের ৫৬১ জন শিশু পুষ্টিকর খাবারের অভাবে শারীরিকভাবে দূর্বল হয়ে পড়ে এবং অপুষ্টিতে ভুগতে পারে	২১
মসজিদ নিচু স্থানে	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ১১২১টি পরিবারের ৯৫০ জন লোকের ধর্মীয় কাজের ব্যাঘাত ঘটতে পারে	২২
চাহিদা অনুযায়ী দরিদ্র মানুষের সহযোগিতা না করার জন্য পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দ না থাকা	১৯৯৮ ও ২০০৭ সালের মত বন্যা হলে এবং চাহিদা অনুযায়ী ত্রাণ বরাদ্দ না থাকলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ৯৫০টি পরিবার দুইবেলা অনাহারে থাকতে হতে পারে	২৩
প্রয়োজন অনুযায়ী ত্রাণ ও অনুদানের বরাদ্দ সীমিত	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে বয়স্কদের ত্রাণ ও অনুদানের তালিক কম থাকলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ৪৪৪ জন বয়স্ক লোক খাদ্যের অভাবে দূর্বল হয়ে যেতে পারে, এমনকি কেউ কেউ মারাও যেতে পারে।	২৪
প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি নাই	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ১৭৫০টি পরিবারের মধ্যে ১১৫০ জন লোকের প্রাথমিক চিকিৎসার অভাবে মারাত্নকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এমনকি ১০-১২ জন লোক মারাও যেতে পারে	২৫
প্রতিবন্ধিদের সহায়ক উপকরণ নেই	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ১৮৩ জন প্রতিবন্ধির সহায়ক উপকরণ না থাকার ফলে শারীরিকভাবে ক্ষতি হতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা দেখা দিতে পাওে এবং ১২-১৫ জন মারাও যেতে পারে	২৬
কবর স্থান নীচু	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ১১টি কবর স্থান উঁচু না	২৭

	করলে ১১১০টি পরিবারের কোন লোক মারা গেলে তার লাশ ভেসে দিতে হতে পারে, ফলে পরিবেশগত বিপর্যয় দেখা দিতে পারে	
বিকল্প লেখাপড়ার ব্যবস্থা নাই	১৯৮৭ ও ২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ৪টি গ্রামে বিকল্প ব্যবস্থায় লেখা-পড়ার সুযোগ তৈরি করতে না পারলে ২৫০ জন শিশুর লেখা পড়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে	২৮
নিরাপত্তার অভাব (নারী)	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে বসবাস করার জন্য নারী ও পুরুষদের আলাদা ল্যাট্রিন ও গোসল খানার কোন ব্যবস্থা না থাকার ফলে মহিলা ও তরুনী মেয়েদের উপর নির্যাতন বেড়ে যেতে পারে।	২৯
বয়স্কদের দ্রুত নিরাপদ স্থানে নেওয়ার ব্যবস্থা নাই	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ১৫২০টি পরিবারের ৪৪৪ জন বয়স্ক ব্যক্তি উপকরণের অভাবে যে কোন সময় পড়ে গিয়ে মারাও যেতে পারে	৩০
দ্রুত নিরাপদ স্থানে নেয়ার ব্যবস্থা নেই	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নে ১৮৩ জন প্রতিবন্ধি দ্রুত নিরাপদ স্থানে নেওয়ার অভাবে শারীরিক ক্ষতি হতে পারে ও মারা যেতে পারে	৩১
পর্যাপ্ত প্রতিবন্ধি সহায়ক উপকরণ না থাকা	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নে ১৮৩ জন প্রতিবন্ধি সহায়ক উপকরণ না থাকার কারণে সাময়িক ক্ষতি হতে পারে এবং ১০-১২ জন মারাও যেতে পারে	৩২
হাঁস-মুরগী সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নে ২৬৫০টি পরিবারের ২৭৫০টি হাঁস-মুরগি, ৭৫৫১টি গরু- ছাগল সংরক্ষণের অভাবে, রোগ-বালাই এবং ভেসে গিয়ে ৭ লক্ষ টাকা ক্ষতি হতে পারে	৩৩
অসময়ে বন্যা	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নে অসময়ে বন্যা হলে বন্যা সহনশীল চারার অভাবে ২৯০৫টি পরিবারের ৪৫০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি হতে পারে	৩৪
বন্যা সহনশীল চারা না থাকা	২০০৯ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নে ৩টি স্কুলের ২০৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর লেখা পড়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে	৩৫
দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকা	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নে চর এলাকায় ৪টি স্কুলের ৭৩০ জন শিক্ষার্থী ঝরে পরতে পারে এবং তাদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে	৩৬
বিকল্প শিক্ষার ব্যবস্থা নাই	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ২০১৮টি পরিবারের মধ্যে ৪৫৪টি পরিবারের ঘরবাড়ি উঠানোর সামর্থ্য না থাকায় খোলা আকাশের নীচে বসবাস করতে হবে	৩৭
তাৎক্ষনিকভাবে ঘর উঠানোর সামর্থ্য থাকে না	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে আশ্রয়কেন্দ্রের অভাবে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ১২টি গ্রামের প্রায় ৭৫০ লোক সাময়িক আশ্রয়হীন হয়ে পড়তে পারে এবং আশ্রয় কেন্দ্রে নারীদের আলাদা বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা না রাখলে ১০-১৫ জন তরুনী ও মহিলা নিরাপত্তা না পেয়ে যৌন হয়রানীর শিকার হতে পারে	৩৮
আশ্রয় কেন্দ্র না থাকায়	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ৪৪৪ জন বয়স্ক ব্যক্তির জন্য তাদের ব্যবহার উপযোগি ল্যাট্রিন ও সহায়ক উপকরণ এর ব্যবস্থা না করলে বন্যার সময় চলাচলে কষ্ট হতে পারে এবং ১২-১৫ জন মারাও যেতে পারে	৩৯
মহিলাদের বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ৪৪৪ জন বয়স্ক ব্যক্তির জন্য দেখাশোনা করার জন্য কেয়ারটেকারদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা না করলে বন্যার সময় তাদের চলাচলে কষ্ট হতে পারে এবং ৫-৭ জন মারাও যেতে পারে	৪০
পর্যাপ্ত পরিমাণ ল্যাট্রিন না থাকা	২০০৯ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ৬টি গ্রামের ৫ বার হাজার মানুষের ডায়রিয়াসহ নানা পানিবাহিত রোগ দেখা দিতে পারে এবং অসুস্থ্য হয়ে ৭-১০ জন লোক মারাও যেতে পারে	৪১
কাজের কোন সুযোগ থাকে না	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ৭টি গ্রামে ১৭৫০টি পরিবারের ১১০০জন লোক বেকার হয়ে যেতে পারে এবং সংসারে অভাব দেখা দিতে পারে এবং চুরি ডাকতি ও অপরাধমুলক কার্যক্রম বেড়ে যেতে পারে	৪২

পর্যাপ্ত পরিমাণ চিকিৎসার সামগ্রী নেই	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ৪৪৪ জন বয়স্ক ও প্রতিবন্ধির চিকিৎসার অভাব দেখা দিতে পারে এবং ৭-১০ জনের মৃত্যু হতে পারে	**৪৩**
আশ্রয় কেন্দ্র নেই/ আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ নেই	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নে ১৭৫০ জন লোক আশ্রয়ের অভাবে এবং তাৎক্ষণিক উদ্ধারের ব্যবস্থা না থাকার কারণে দূর্ঘটনা ঘটতে পারে এবং ৫-৭জন লোক মারাও যেতে পারে	**৪৪**
তাৎক্ষণিক উদ্ধারের ব্যবস্থা নেই	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ১৮৩ জন প্রতিবন্ধি পরিবার কর্তক অবহেলা ও উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা না থকায় সাময়িক ক্ষতি হতে পারে এবং ৭-১০ জনের মৃত্যু হতে পারে	**৪৫**
পরিবার কর্তৃক অবহেলিত বিশেষভাবে উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা নেই	২০১০ সালের মত নদী ভাঙ্গন হলে কালাসোনা ও কাবিলপুর চরের ৪৫০টি পরিবার আশ্রয়হীন হয়ে যেতে পারে	**৪৬**

১১ ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য চিহ্নিত উপায়সমূহের প্রস্তুত ও অগ্রাধিকারকরণ

ঝুকির বিবরণ	নিরূপণের উপায়
২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ১২৬৫টি পরিবারের বসতভিটায় পানি ওঠে সম্পদ নষ্ট হয়ে আনুমানিক ৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হতে পারে	ফুলছড়ি ইউনিয়নের উল্লেখিত চর/গ্রামসমুহের কমপক্ষে ১৩৬৫টি বসতভিটা উঁচুকরণ করতে হবে (কালুর পাড়া ১১০, বাজেফুলছড়ি ১০০টি, পেপুরিয়া ১৫০টি, পঃ গাবগাছি ২৩০টি, দঃ খোলাবাড়ী ২৫০টি, বাগবাড়ী ২২৫টি, জামিরা ২০০টি, ঘরভাংগা ১০০টি
২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ১২৭৬টি পরিবারের বসতভিটায় পানি ওঠে দূর্বল অবকাঠামো ভেঙ্গে গিয়ে আনুমানিক ৭ লক্ষ টাকা সম্পদ ক্ষতি হতে পারে	বাড়ি ঘর মেরামত করার জন্য কমপক্ষে ১২৭৬টি দরিদ্র পরিবারকে সহযোগিতা করতে হবে
২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নে চর এলাকার ৮০০টি নলকুপ ডুবে গিয়ে প্রায় ২৪০০টি পরিবার পানিবাহিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে	**নলকুপের গোড়া উঁচুকরণ করাঃ** ৩৭৫ কালুর পাড়া ২৫টি, বাজেফুলছড়ি ২৫টি, পেপুরিয়া ৫০টি, পঃ গাবগাছি ৫০টি, দঃ খোলাবাড়ী ৯০টি, বাগবাড়ী ৫০টি, জামিরা ৫৫টি, ঘরভাংগা ৩০টি
২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নে চর এলাকার ১২৫০টি পরিবার বন্যার সময় বিশুদ্ধ পানির অভাবে নদীর পানি পান করে বিভিন্ন পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে এবং তাদের আনুমানিক ২ লক্ষ টাকা চিকিৎসা সেবা বাবদ ক্ষতি হতে পারে এবং ৫-৭ জন লোক মারা যেতে পারে	**নলকুপ স্থাপন করা (গোড়া পাকাসহ)ঃ** ১৫০টি কালুর পাড়া ২০টি, বাজেফুলছড়ি ২০টি, পেপুরিয়া ২০টি, পঃ গাবগাছি ২৫টি, বাগবাড়ী ২৫টি, জামিরা ২৫টি, ঘরভাংগা ১৫টি
২০০৭ সালে মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নেরর ১২৫০ টি পরিবারের পায়খানা ডুবে গিয়ে এবং ভেংগে গিয়ে উক্ত পরিবার গুলোর মধ্যে কলেরা আমেশায় ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ড় হয়ে ২০-২৫ জন লোক মারা যেতে পারে	**পায়খানা স্থাপন করাঃ ৪৩০টি পরিবারের জন্য** কালুর পাড়া ২৫টি, বাজেফুলছড়ি ২০টি, পেপুলিয়া ৬০টি, পঃ গাবগাছি ৭০টি, পুঃ গাবগাছি ২০, পারুল ২০, দঃ খোলাবাড়ী ৬০টি, টেংরাকান্দি ২০, বাগবাড়ী ৫০টি, জামিরা ৫৫টি, ঘরভাংগা ৩০টি পায়খানা স্থাপন করতে হবে
২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ২ স্কুলের মাঠে পানি ওঠে কটিয়ারভিটা বেঃ রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যঃ ও চর কালাসোনা সরঃ প্রাঃ বিঃ ২৭৫জন ছাত্র/ ছাত্রীর লেখা পড়া বন্ধ হয়ে যেতে	**৪টি স্কুলের মাটি উঁচুকরণ** (কমপক্ষে ৫ ফিট)ঃ পারুল সঃ প্রাঃ বিঃ ও কালুরপাড়া ও সঃ রেজিঃ বিঃ মাঠ উঁচুকরণ করা দরকার

পারে এবং স্কুলের আসবাবপত্র ক্ষতি হয়ে ২লক্ষ টাকার সম্পদ ক্ষতি হতে পারে	
২০০৭ সালের মত ফুলছড়ি ইউনিয়নের ১৪০০টি পরিবারের মধ্যে ১৭৫ জন গর্ভবতী মহিলা সময়মত চিকিৎসার অভাবে ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ধাত্রীর অভাবে প্রসবকালীন জটিলতা বেড়ে যেতে পারে	১৫ জন নারীকে ধাত্রী বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার
২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ১৯৯৭টি পরিবার ৭০০ একর জমির বীজতলা ডুবে গিয়ে আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকার বীজ ক্ষতি হতে পারে	১৫০০টি পরিবারের মাঝে বন্যা সহনশীল সবজির বীজ সংগ্রহ ও বিতরন
২০০৭সালের মত বন্যা হরে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ৩০০০টি পরিবারের ৫৬০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে পরিবার গুলোর আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকার ফসল ক্ষতি হতে পারে।	বন্যাসহনশীল জাতের ফসল চাষ সম্পর্কে ১২০০জন কৃষকদের সচেতনতা বাড়ানো দরকার এবং আগাম উৎপাদনের জন্য পরামর্শ প্রদান করা
২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ২১০০ টি পরিবার আলগা চুলা ও খড়ি লাকড়ী না থাকায় একবেলা খেয়ে থাকতে হবে এবং নানা রকম রোগো আক্রান্ত হতে পারে	১২৭৫পরিবারকে আলগা চুলা ওশুকনা খড়ি মজুদের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে
২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ১৮৩ টি পরিবারের প্রতিবন্ধি সহায়ক উপকরন না থাকায় বন্যার সময় পড়ে গিয়ে ১০-১২জন প্রতিবন্ধি মারা যেতে পারে	১৮৩ জন প্রতিবন্ধিকে সহায়ক উপকরণ দেওয়া দরকার
২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের চরএলাকার ৮৫০টি পরিবারের ৫১৫ জন লোকের সারাদিন ভেজা কাপড়ে থাকার জন্য বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে	১২০০টি দরিদ্র পরিবারকে (নারীদের) শাড়ী কাপড় বিতরন করা দরকার ও এবং পবিবারের আয় বৃদ্ধিও জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার।
২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ১২৪০ টি পরিবারের মধ্যে চুরি ডাকাতি ও মালামাল খোয়া গিয়ে আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকার সম্পদ ক্ষতি হতে পারে	বন্যার সময় ১০টি চরের নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য প্রশাসনিক সহযোগিতার প্রয়োজন
২০০৭ সালের মত বন্যা হলো ফুলছড়ি ইউনিয়নের ২৫ একর জমির শাকসবজি নষ্ট হযে ২৫০০ পরিবার গুলোর মধ্যে পুষ্টির অভাব দেখা দিতে পারে	১২০০টি পরিবারের মাঝে বন্যা সহনশীল সবজির বীজ বিতরন করতে হবে
২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ২৫০৮ টি পরিবার বন্যার আগাম সংবাদ না পেয়ে গরু ছাগল হাঁস মুরগি ও অন্যান্য সম্পদ ভেসে গিয়ে আনুমানিক ১০ লক্ষ টাকার সম্পদ ক্ষতি হতে পারে	১২টি চরে আগাম সংবাদ দেওয়ার জন্য ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা দরকার
২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ১২৫০টি পরিবারের ৪৪৪ জন বয়স্ক লোক তাদের উপযোগী খাবার না খেয়ে দূর্বল হয়ে যেতে পারে এবং ১০ জন বয়স্ক লোক মারা যেতে পারে	৪৪৪ জন বয়স্ক লোকদের জন্য পুষ্টিকর খাবার ব্যবস্থা করা
২০০৭সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ৩০৫০টি পরিবার খাবারের অভাবে এক বেলা না খেয়ে থাকতে হতে পারে	১৫০০টি দরিদ্র পরিবারের জন্য ভিজিডি/ভিজিএফ কার্ড বরাদ্দ দেওয়ার ব্যবস্থা করা
২০০৭সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ২৫০৮টি পরিবারের স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিকটবর্তী না থাকায় ও যাতায়াত বিছিন্ন হওয়ায় চিকিৎসার অভাব দেখা দিতে এবং ৭ জন নারী ও শিশু মারা যেতে পারে	বন্যার সময় ১২০টি স্বাস্থ্য ক্যাম্প এর আয়োজন করা
২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের চরএলাকার ১০০২ টি পরিবারের ২০৫ শিশুর বন্যার পানিতে পড়ে ভেসে যেতে পারে ও মারা যেতে পারে	বন্যার সময় শিশুদের জন্য নিরাপদ স্থানে রাখার প্রয়োজণীয়তা সম্পর্কে ৫০০টি সেশন এর আয়োজন করা।
২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ৩০৫০ টি পরিবার বন্যার আগাম সংবাদ না পেলে গৃহস্থলীয় জিনিসপত্র ও	১৫টি চরে বন্যার আগাম সংবাদ দেওয়ার জন্য চরভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডে সাথে

প্রাণিসম্পদসহ ভেসে গিয়ে ২০-২৫ লক্ষ টাকার মালামাল ক্ষতি হতে পারে	যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা
১৯৮৭ ও ২০০৭ সালের মত বন্যা হলো এবং আগাম সংবাদ পৌছানোর কোন মাধ্যম না থাকলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ২০৫০টি পরিবারের আনুমানিক ৪ লক্ষ টাকার মালামাল ক্ষতি হতে পারে এবং বৃদ্ধ,প্রতিবন্ধি ও শিশুসহ প্রায় ২০জন ব্যক্তি মারা যেতে পারে।	বন্যার াআগাম সংবাদ পৌছানেরা জন্য চরের ৪৫জন ভলানটিয়ারদের জন্য উপকরান প্রদান করা
২০০৯ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ২১৭৪ টি পরিবারের ৫৬১ জন শিশু পুষ্টিকর খাবারের অভাবে শারীরিক দূর্বল হয়ে পরে অপুষ্টিতে ভুগতে পারে	১১০০টি শিশুর জন্য পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করা
২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ১৭৪১ টি পরিবারের ১১৫০ জন লোকের ধর্মীয় কাজের ব্যাঘাত ঘটতে পারে	২টি মসজিদের মাঠ উচুকরন করা দরকার যাতে করে বন্যার সময় লোকজন নামাজ পড়তে পারে
১৯৯৮ ও ২০০৭ সালের মত বন্যা হলে এবং চাহিদা অনুযায়ী ত্রান বরাদ্দ না থাকলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ১২০০ টি পরিবার দুইবেলা অনাহারে থাকতে হতে পারে	২৫.হতদরিদ্র কমপক্ষে ১২০০পরিবারের মাঝে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
২০০৭ সালের মত বন্যা হলে বয়স্কদের ত্রাণ ও অনুদানের তালিকা কম থাকলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ৪৪৪ জন বয়স্ক লোক খাদ্যের অভাবে দূর্বল হয়ে যেতো পারে, এমনকি কেউ কেউ মারাও যেতে পারে	বৃদ্ধদের জন্য অতিরিক্ত ৪৪৪টি ভিজিডি ও ভিজিএস এর বরাদ্দ দেওয়া দরকার
২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ১৭৫০টি পরিবারের মধ্যে ১৭৮০ জন লোকের প্রাথমিক চিকিৎসার অভাবে মারাত্বকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এমনকি ১০-১২ জন লোক মারাও যেতে পারে	৫০ জন স্বোচ্ছাসেবককে প্রাথমিক চিকিৎসার জন প্রশিক্ষণ প্রদান করা
২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ১৮৩ জন প্রতিবন্ধীর সহায়ক উপকরণ না থাকার ফলে শারীরিকভাবে ক্ষতি হতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা দেখা দিতে পারে ১২-১৫ জন মারাও যেতে পারে	১৮৩ জন প্রতিবন্দীদের সহায়ক উপকরন বিতরন করা
১৯৮৭ ও ২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ৪টি গ্রামে বিকল্প ব্যবস্থায় লেখা-পড়ার সুযোগ তৈরী করতে না পারলে ২৫০ জন শিশুর লেখা পড়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে	বিকল্প স্থানে পাঠদানের জন্য সুনিদিষ্টস্থান নির্বাচন করতে হবে
২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নে ১২৫০টি পরিবারের ২৭৫০টি হাস-মুরগি, ৭৫৫১টি গরু- ছাগল সংরক্ষনের অভাবে, রোগ বালাই এবংভেসে যেয়ে মারা পরে ৪ লক্ষ টাকা ক্ষতি হতে পারে।	১২০০টি পরিবারে গরু ছাগল রক্ষনাবেক্ষনের জন্য বাড়ীতে উচুজায়গা করার জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করা
২০০৭সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নে অসময়ে বন্যা হলে বন্যা সহনশীল গাছের চারার অভাবে ২৯০৫টি পরিবারের গাছপালা নষ্ট হয়ে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা ক্ষতি হতে পারে ।	১২০০টি পরিবারের মাঝে বন্যাসহনশীল জাতের চারা বিতরন করতে হবে।
২০০৯ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নে ৪টি স্কুলের মাঠে পানি উঠলে ২০৫ জন ছাত্র- ছাত্রীর লেখা পড়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে।	৪টি স্কুলের মাঠ উচুকরন করতে হবে।
২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নে চরএলাকায় ৯ টি স্কুলের ৭৩০ জন শিক্ষার্থী ঝরে পরতে পারেএবং তাদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে।	৯টি বিকল্প স্থানে পাঠদানের জন্য সুনিদিষ্টস্থান নির্বাচন করতে হবে
২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ৭১৮ টি পরিবারের মধ্যে ৪১৪টি পরিবারের ঘরবাড়ি উঠানোর সামর্থ না	৪১৪টি পরিবারের মাঝে খাস জমি প্রাপ্তির জন্য সহযোগিতা করা এবং ঘর নির্মানে সহায়তা করা

থাকায় খোলা আকাশের নীচে বসবাস করতে হবে।	
আশ্রয় কেন্দ্রে নারীদের আলাদা বিশেষ নিরাপত্তায় ব্যবস্থা না রাখলে ৫০-৬০ জন যুবতী ও মহিলা নিরাপত্তা না পেয়ে যৌন হয়রানীর শিকার হতে পারে ।	আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা বিশেষ কওে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য
২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ৪৪৪ জন বয়স্ক ব্যক্তির জন্য তাদের ব্যবহার উপযোগি ল্যাট্রিন ও সহায়ক উপকরন এর ব্যবস্থা না করলে বন্যার সময় তাদের চলাচলের কষ্ট হতে পাওে এবং ১০-১২জন মারাও যেতে পারে।	বয়স্কদের ব্যবহার উপযোগি ৩৫০টি ল্যাট্রিন ও সহায়ক উপকরন প্রদান করতে হবে।
২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ৪৪৪ জন বয়স্ক ব্যক্তির জন্য দেখাশোনা করার জন্য কেয়াটেকাদেও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা না করলে বন্যার সময় তাদের চলাচলের কষ্ট হতে পাওে এবং ৫-৭ জন মারাও যেতে পারে।	বয়স্কদের যত্ন নেওয়ার জন্য ৪৪৪টি পরিবারের সদস্যদেরকে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা
২০০৯ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ৬ টি গ্রামের ১২ বার হাজার মানুষের ডায়রিয়া সহ নানান পানিবাহিত রোগ দেখা দিতে পাওে এবং অসুস্থ হয়ে ১০-১২জন লোক মারাও যেতে পারে।	ডায়রিয়া প্রতিরোধে ২৫০টি সেসনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা
২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ১২টি গ্রামে ১৭৫০ টি পরিবারের ১২০০জন লোক বেকার হয়ে যেতে পারে এবং সংসারে অভাব দেখা দিতে পাওে এবং চুরি ডাকতি ও অপরাধমুলক কার্যক্রম বেড়ে যেতে পারে।	১৫০০টি পরিবারের জন্য সাময়িক বিকল্প কমৃসংস্থানের ব্যবস্থা করা
২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ৭৩৪ জন বয়স্ব ও প্রতিবন্ধীর চিকিৎসার অভাব দেখা দিতে পাওে এবং১২-১৫ জনের মৃত্যু হতে পারে	৫০০ জন প্রতিবন্ধির ও বয়স্কদের নিয়মিত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা
২০১০ সালের মত নদীভাংগন হলো ফুলছড়ি ইউনিয়নে ১৭৫০ জন লোক আশ্রয়ের অভাবে খোলা আকাশের নিচে এবং বাধে আশ্রয় নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগতে পারে।	৪৫০ টি পরিবারের মধ্যে সরকারী খাস জমি প্রাপ্তিতে সহায়তা করারনএবং নগদ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করা
২০০৭ সালের মত বন্যা হলে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ৩৫৭ জন প্রতিবন্ধী পরিবার কর্তক অবহেলা ও উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা না থাকায় সাময়িক ক্ষতি হতে পারে এবং ১২-১৫ জনের মৃত্যু হতে পারে	প্রতিবন্ধী পরিবার যত্ন নেওয়ার জন্য ১৭৫টি পরিবারের সদস্যদেরকে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা

১২ এক নজরে ফুলছড়ি ইউনিয়নের ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা ঃ

স্থানীয়ভাবে বাস্তবায়নযোগ্য কাজের কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রমিক	স্থানীয়ভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব এমন কাজের তালিকা	কেবা কারা করবে	কখন করবে	কীভাবে করবে	কোথায় করবে	আনুমানিক ব্যয়	বাস্তবায়নে বিবেচ্য বিষয়
১	**বসত ভিটা উঁচুকরণ (১৩৬৫টি)**	এসকেএস, ইউনিয়ন পরিষদ, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, স্থানয়ি সরকার প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	অক্টোবর-এপ্রিল, ২০১২ এবং অক্টোবর-এপ্রিল ২০১৩	VDC মাধ্যমে অধিকারভোগী নির্বাচন করে, ভিডিসি এবং ইউপি এর মাধ্যমে	- কালুরপাড়া ১১০, - বাজে ফুলছড়ি ১০০টি; - পিপুলিয়া ১৫০টি; - পঃ গাবগাছি ২৩০টি, - দঃ খোলাবাড়ী ২৫০টি, - বাগবাড়ী ২২৫টি, - জামিরা ২০০টি, - ঘরভাঙ্গা ১০০টি	১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা	স্থানীয়ভাবে মাটি ও শ্রমিক পাওয়া যাবে।
২	**১২৭৬টি দূর্বল অবকাঠামো (ঘরবাড়ী)**	কমিউনিটির লোকজন/ UP, স্থানীয় জনগোষ্ঠি	অক্টোবর ২০১১-এপ্রিল, ২০১২	নিজস্ব উদ্যোগে ও প্রতিবেশির সহযোগিতায়	১২টি গ্রামে (কালুর পাড়া, বাজেফুলছড়ি পিপুলিয়া,পঃ গাবগাছি, দঃ খোলাবাড়ী,বাগবাড়ী, জামিরা , ঘরভাঙ্গা, ফুলছড়ি, টেংরাকান্দী, বাগবাড়ী পারুল)	২ লক্ষ আটাত্তর হাজার টাকা	সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে নিজস্ব সম্পদ ও দক্ষতা কাজে লাগাদে হবে।
৩	**১২৫০০ টি বন্যা সহনশীল বৃক্ষরোপন করা**	বনবিভাগ/ইউপি/ কমিউনিটির লোকজন	অক্টোবর ২০১১-জুন ২০১২	নিজস্ব উদ্যোগে ও প্রতিবেশির সহযোগিতায়	- কালুরপাড়া,- - বাজেফুলছড়ি - পিপুলিয়া, - পঃ গাবগাছি, - জামিরা ও ঘরভাঙ্গা	১ লক্ষ টাকা	সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে নিজস্ব সম্পদ ও দক্ষতা কাজে লাগাদে হবে।

৪	**নলকুপ স্থাপন করা (গোড়া পাকাসহ)ঃ ১৫০টি**		অক্টোবর ২০১১-এপ্রিল ২০১২ এবং অক্টোবর ২০১২-এপ্রিল২০১৩	VDC মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচন করে, ভিডিসি এবং ইউপি এর মাধ্যমে	- কালুর পাড়া ২০টি - বাজেফুলছড়ি ২০টি - পিপুলিয়া ২০টি - পঃ গাবগাছি ২৫টি - বাগবাড়ী ২৫টি - জামিরা ২৫টি - ঘরভাঙ্গা ১৫টি	৭ লক্ষ টাকা	
৫	**নলকুপের ভিত্তি উঁচুকরণ করা ঃ ৩৭৫টি**	কমিউনিটির লোকজন/ UP	অক্টোবর, ২০১১-এপ্রিল, ২০১২ এবং অক্টোবর, ২০১২-এপ্রিল, ২০১৩	নিজস্ব উদ্যোগে ও প্রতিবেশির সহযোগিতায় এবং ভিডিসি, ইউপি'র মাধ্যমে	- কালুরপাড়া ২৫টি, - বাজেফুলছড়ি ২৫টি - পিপুলিয়া ৫০টি - পঃ গাবগাছি ৫০টি, - দঃ খোলাবাড়ী ৯০টি, - বাগবাড়ী ৫০টি, - জামিরা ৫৫টি, - ঘরভাঙ্গা ৩০টি	২ লক্ষ টাকা মাত্র	
৬	**পায়খানা স্থাপন করাঃ ৪৩০টি পরিবারের জন্য**	কমিউনিটির লোকজন SKS, UP এবং অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	অক্টোবর ২০১১-এপ্রিল ২০১২ এবং অক্টোবর ২০১২-এপ্রিল ২০১৩	নিজস্ব উদ্যোগে ও VDC মাধ্যমে	- কালুরপাড়া ২৫টি, - বাজেফুলছড়ি ২০টি - পিপুলিয়া ৬০টি - পঃ গাবগাছি ৭০টি, - পুঃ গাবগাছি ২০, - পারুল ২০, - দঃ খোলাবাড়ী ৬০টি, - টেংরাকান্দি ২০, - বাগবাড়ী ৫০টি, - জামিরা ৫৫টি, - ঘরভাঙ্গা ৩০টি	২০ লক্ষ টাকা	
৭	**৪ টি স্কুলের মাটি উচুকরণ (কমপক্ষে ৫ ফিট)**		অক্টোবর ২০১১ থেকে এপ্রিল ২০১২ এবং অক্টোবর ২০১২ থেকে এপ্রিল ২০১৩	এসডি এমসি এর মাধ্যমে	- পারুল সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় - কালুরপাড়া রেজিঃ প্রাঃ বিঃ - পশ্চিম গাবগাছি সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৮ লক্ষ টাকা	স্থানীয়ভাবে মাটি ও শ্রমিক পাওয়া

					- খোলাবাড়ী রেজিঃ প্রাঃ বিঃ		
৮	**১৫ জন নারীকে ধাত্রী প্রশিক্ষণ দেওয়া**	SKS/সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/স্বাস্থ্য ও পরিবার পঃ পঃ	অক্টোবর ২০১১-এপ্রিল ২০১২	উপজেলা প্রশাসনের ইউপি এর সহযোগিতায় সার্ভে করে	- পিপুলিয়া -০৩ - বাজেফুলছড়ি-০৪ - পশ্চিম গাবগাছি-০২ - জামিরা-০৩ - ঘরভাঙ্গা-০৩	২ লক্ষ টাকা	চরভিত্তিক সার্ভে করে নির্বাচন করা
৯	**৮৩ জন প্রতিবন্ধীদের সহায়ক উপকরণ বিতরন করা**	SKS/সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান /স্বাস্থ্য ও পরিবার পঃ পঃ	অক্টোবর ২০১১-এপ্রিল ২০১২	VDC মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচন করে, ভিডিসি এবং ইউপি এর মাধ্যমে	- কালুরপাড়া - বাজেফুলছড়ি - পিপুলিয়া - পঃ গাবগাছি - জামিরা - ঘরভাঙ্গা	৪ লক্ষ টাকা	চরভিত্তিক সার্ভে করে নির্বাচন করা
১০	**৪৪৪ জন বয়স্কদের উপযোগী উপকরণ সরবরাহ ও চিকিৎসা করা**	SKS/সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/স্বাস্থ্য ও পরিবার পঃ পঃ	অক্টোবর, ২০১১-এপ্রিল, ২০১২	VDC মাধ্যমে	ফুলছড়ি ইউনিয়ন	২লক্ষ টাকা	চরভিত্তিক সার্ভে করে নির্বাচন করা
১১	**৮৩ জন প্রতিবন্ধীকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা**	SKS/ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ান/স্বাস্থ্য ও পরিবার পঃ পঃ	অক্টোবর, ২০১১-এপ্রিল, ২০১২	VDC মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচন করে,ভিডিসি এবং ইউপি এর মাধ্যমে	উক্ত গ্রাম গুলিতে	২লক্ষ টাকা	চরভিত্তিক সার্ভে করে নির্বাচন করা
১২	**২টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা**	SKS/UP এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আবাসন প্রকল্প এর মাধ্যমে সরকারী বরাদ্দ অনুযায়ী	অক্টোবর ২০১১-এপ্রিল ২০১২	VDC মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচন করে, ভিডিসি এবং ইউপি'র মাধ্যমে	বাজে ফুলছড়ি, বাগবাড়ী	৩০ লক্ষ টাকা	স্থানীয়ভাবে মাটি ও শ্রমিক পাওয়া যাবে
১৩	**১২টি চরে স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন করে বন্যার সময়**	কমিউনিটির লোকজন/ UP	অক্টোবর ২০১১-এপ্রিল ২০১২	নিজস্ব উদ্যোগে ও প্রতিবেশির	সকল চরসমুহে	১ লক্ষ টাকা মাত্র	সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে নিজস্ব সম্পদ ও দক্ষতা

	পালাক্রমে পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করা			সহযোগিতায় এবং ভিডিসি ইউপি এর মাধ্যমে			কাজে লাগাদে হবে।
১৪	**৯টি ওয়ার্ডে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবার জন্য উপকরণ বিতরন (ভিডিসি'র প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্যকে)**	SKS/সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/স্বাস্থ্য ও পরিবার পঃ পঃ	অক্টোবর ২০১১-এপ্রিল ২০১২	ভিডিসি, ইউপি এবং VDC মাধ্যমে সার্ভে করে	ফুলছড়ি ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে	১ লক্ষ টাকা	চরভিত্তিক সার্ভে করে
১৫	**বিছিন্ন ৬টি চরে নৌকার সরবরাহ করা**	SKS/কমিউনিটির লোকজন/ UP	এপ্রিল ২০১২-জুলাই ২০১২	নিজস্ব উদ্যোগে ও প্রতিবেশির সহযোগিতায় এবং ভিডিসি ইউপি এর মাধ্যমে	- কালুরপাড়া, - পিপুলিয়া, - পঃ গাবগাছি, - ঘরভাঙ্গা - পারুল - দঃ খোলাবাড়ী	৩ লক্ষ টাকা মাত্র	সচেতনতা সৃস্টিও মাধ্যমে নিজস্ব সম্পদ ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে
১৬	**১২০০ পরিবারের জন্য বিকল্প কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা**	SKS/UP ও সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্টান	অক্টোবর ২০১১-মার্চ ২০১২	VDC মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচন করে, ভিডিসি এবং ইউপি এর মাধ্যমে	- কালুরপাড়া, - পিপুলিয়া, - পঃ গাবগাছি, - ঘরভাঙ্গা - পারুল - দঃ খোলাবাড়ী	১০ লক্ষ টাকা	চরভিত্তিক সার্ভে করে নির্বাচন করা
১৭	**বন্যার সময় ১৫ টি স্বাস্থ্য ক্যাম্প এর আয়োজন করা**	SKS/UP ও সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	এপ্রিল ২০১২-জুলাই ২০১২	VDC ও ইউপি এর মাধ্যমে	- কালুরপাড়া-০২ - পিপুলিয়া-০২ - পঃ গাবগাছি-০১ - ঘরভাঙ্গা-০১ - পারুল-০২ - দঃ খোলাবাড়ী-০২ - জামিরা-০২ - টেংরাকান্দী-০৩	১২ লক্ষ টাকা	স্থানীয়ভাবে ডাক্তার পাওয়া যাবে
১৮	**১২টি চরে দুর্যোগের আগাম সংবাদের প্রচার ব্যবস্থা করা**	SKS/UP ও সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/পানি	এপ্রিল ২০১১-জুলাই ২০১২	VDC, স্বেচ্ছাসেবক দলগঠনের মাধ্যমে,	ফুলছড়ি ইউনিয়নের বিশেষ করে চর এলাকায়	২ লক্ষ টাকা	প্রচারের জন্য উপকরন সরবরাহ করা

		উন্নয়ন বোর্ড		কমিউনিটির মাইক এর সহযোগিতায় এবং ইউপি এর মাধ্যমে			
১৯	**২টি আশ্রয় কেন্দ্রে মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা (ল্যাট্রিন ৪টি ও নলকুপ ৪টি)**	SKS/UP ও সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	অক্টোবর ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২	VDC ও স্বেচ্ছাসেক দল গঠন ও ইউপি এর মাধ্যমে	৪টি আশ্রয় কেন্দ্রে টেংরাকান্দী-২+২=৪টি কালুরপাড়া-২+২=৪টি	২ লক্ষ টাকা	
২০	**প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ (৫০ জন)**	SKS/সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/স্বাস্থ্য ও পরিবার পঃ পঃ	অক্টোবর ২০১১-জুলাই ২০১২	ভিডিসি, ইউপি এবং VDC মাধ্যমে সার্ভে করে	ফুলছড়ি ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে	৬০ হাজার টাকা	চরভিত্তিক সার্ভে করে
২১	**৫০ জন উদ্ধার কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা**	SKS/সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	অক্টোবর ২০১১, থেকে জুলাই ২০১২	ভিডিসি, ইউপি এবং VDC মাধ্যমে সার্ভে করে	ফুলছড়ি ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে	২ লক্ষ টাকা	চরভিত্তিক সার্ভে করে
২২	**৫০ জন উদ্ধার কর্মীকে উদ্ধার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা**	SKS/UP ও সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	অক্টোবর ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২	VDC ও স্বেচ্ছাসেবক দলগঠনের ও ইউপি এর মাধ্যমে	ফুলছড়ি ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে	৩ লক্ষ টাকা	চরভিত্তিক সার্ভে করে
২৩	**৪টি ক্লাস্টারভিত্তিক বাড়ি উঁচুকরণ**	SKS/UP ও সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	অক্টোবর ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২	VDC ও স্বেচ্ছাসেবক দলগঠনের ও ইউপি এর মাধ্যমে	কালুর পাড়া, বাজেফুলছড়ি পেপুরিয়া, পঃ গাবগাছি, দঃ খোলাবাড়ী, বাগবাড়ী, জামিরা ঘরভাংগা গ্রামগুলোতে	৬ লক্ষ টাকা	চরভিত্তিক সার্ভে করে
২৪	**১২৫০টি পরিবারের মাঝে বন্যা সহনশীল সবজির বীজ সংগ্রহ ও বিতরন**	কমিউনিটির লোকজন/UP/উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	অক্টোবর ২০১১ থেকে এপ্রিল ২০১২	নিজস্ব উদ্যোগে ও প্রতিবেশির সহযোগিতায়	- কালুর পাড়া, - বাজে ফুলছড়ি - পিপুলিয়া, - পঃ গাবগাছি,	২ লক্ষ টাকা	সচেতনতা সৃস্টিও মাধ্যমে

					- দঃ খোলাবাড়ী, - বাগবাড়ী, - জামিরা - ঘরভাঙ্গা		
২৫	**১২৫০টি পরিবারের জন্য আলগা চুলার ব্যবস্থা করা**	কমিউনিটির লোকজন/ UP	অক্টোবর'২০১১, ১৫ থেকে এপ্রিল'২০১২	নিজস্ব উদ্যোগে ও প্রতিবেশির সহযোগিতায়	- কালুর পাড়া, - বাজেফুলছড়ি - পিপুলিয়া, - পঃ গাবগাছি, - দঃ খোলাবাড়ী, - বাগবাড়ী, - জামিরা ; - ঘরভাঙ্গা	৫০ হজার টাকা	সচেতনতা সৃস্টির মাধ্যমে
২৬	**পারাপারের জন্য ২টি ছোট সাঁকো**	এসকেএস/ কমিউনিটির লোকজন/UP	অক্টোবর ২০১১ থেকে এপ্রিল ২০১২	নিজস্ব উদ্যোগে ও প্রতিবেশির সহযোগিতায়	পেপুলিয়া	৩০ হজার টাকা	সচেতনতা সৃস্টির মাধ্যমে
২৭	**রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার**	UP ও এলজিইডি /সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	অক্টোবর ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২	স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও ইউপি এর মাধ্যমে	**<u>কালুড় পাড়া গ্রামে</u>** ক) ফুলছড়ি ইউনিয়নের বৃহত্তর ১ নং ওয়ার্ডের কালুর পাড়া গ্রামের সোবাহানের বাড়ী থেকে কালুর পাড়া রেজিঃপ্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত (১০০০ × ৮ × ৩) রাস্তা উচু করা।	৩৬০০০০/-	স্থানীয়ভাবে মাটি ও শ্রমিক পাওয়া
	রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার	টর্চ ও এলজিইডি /সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	অক্টোবর ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২	স্বচ্ছাসেবক দলগঠন ও ইউপি এর মাধ্যমে	খ) ফুলছড়ি ইউনিয়নের বৃহত্তর ১ নং ওয়ার্ডের কালূর পাড়া গ্রামে ইউসুফ মন্ডলের বাড়ী থেকে উত্তর পূর্ব দিকে বারেকের বাড়ী হয়ে কশেমের বাড়ী পর্যন্ড় (১০০০× ৫) ফুট রাস্ড়া তৈরী করা ।	৩০০০০০/-	স্থানীয়ভাবে মাটি ও শ্রমিক পাওয়া

	রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার	টর্চ ও এলজিইডি /সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	অক্টোবর ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২	স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও ইউপি এর মাধ্যমে	গ) বাজে ফুলছড়ি গ্রামের গুচ্ছ গ্রামের বিরিজ থেকে আবুল ফকিরের বাড়ী পর্যন্ড় । (১০০´×১০´×৩´) ফুট রাস্ড়া।	৪৯৫০০/-	স্থানীয়ভাবে মাটি ও শ্রমিক পাওয়া যাবে
	রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার	টর্চ ও এলজিইডি /সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	অক্টোবর ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২	স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও ইউপি এর মাধ্যমে	ঘ) ফুলছড়ি ইউনিয়নের বৃহত্তর ১নং ওয়ার্ডের বাজে ফুলছড়ি গ্রামের ফয়জালের বাড়ী থেকে বেলালের বাড়ী পর্যন্ড় (৭০০´×৫´×৪´) ফুট রাস্ড়া উচ্চু করা	২১০০০০/-	স্থানীয়ভাবে মাটি ও শ্রমিক পাওয়া যাবে
	রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার	UP ও এলজিইডি /সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	অক্টোবর ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২	স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও ইউপি এর মাধ্যমে	ঙ) বাজে ফুলছড়ি গ্রামে আফছারের বাড়ী হতে উত্তরে কালুর পাড়া জামে মসজিদ পযন্ড়। (১১০০´× ১০´×২´×) রাস্ড়া মেরামত করা	৩৩০০০০/-	স্থানীয়ভাবে মাটি ও শ্রমিক পাওয়া যাবে
	রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার	UP ও এলজিইডি /সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	অক্টোবর ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২	স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও ইউপি এর মাধ্যমে	**দক্ষিণ খোলাড়ী গ্রামে** চ) ২নং বৃহত্তর ওয়ার্ডের দক্ষিণ খোলবাড়ী গ্রামের বেললের বাড়ী থেকে শমসুলের বাড়ী পর্যন্ড়। (১২০০ × ৮× ৪) রাস্ড়া তৈরী করা	৫৭৬০০০/-	স্থানীয়ভাবে মাটি ও শ্রমিক পাওয়া যাবে
	রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার	UP ও এলজিইডি /সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	অক্টোবর ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২	স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও ইউপি এর মাধ্যমে	**পূর্ব গাবগাছি গ্রামে** ছ) বৃহত্তর ৩নং ওয়ার্ডের পূর্ব গাবগাছি গ্রামের পূর্ব রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কিনো মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ড় (১০০০´× ৮´×৩´) ফুট রাস্ড়া তৈরী করা	৩৬০০০০/	স্থানীয়ভাবে মাটি ও শ্রমিক পাওয়া যাবে

	রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার	UP ও এলজিইডি /সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	অক্টোবর ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২	স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও ইউপি এর মাধ্যমে	**<u>পেপুলিয়া গ্রামে</u>** জ) বৃহত্তর ১নং ওয়ার্ডের পেপুলিয়া গ্রামের হাসেমের বড়ী হইতে খেয়া ঘাট পর্যন্ড়। (২৫×১২×৩) ফুট পর্যন্ড়রস্ড়র উচু করাসহ দুটি কালভাটের ব্যবস্থা করা	১৩৭০০০০/	স্থানীয়ভাবে মাটি ও শ্রমিক পাওয়া যাবে
	রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার	UP ও এলজিইডি /সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	অক্টোবর ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২	স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও ইউপি এর মাধ্যমে	**<u>পেপুলিয়া গ্রামে</u>** ঝ) বৃহত্তের ১নং ওয়ার্ডের পেপুলিয়া গ্রামের আদর্শ গ্রাম হতে। দক্ষিণ পেপুলিয়া রেজি: বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ড়। (১৫×৬×১) রাস্ড়া উচু করা	২৭০০০০/	স্থানীয়ভাবে মাটি ও শ্রমিক পাওয়া যাবে
	রাস্তা নির্মান ও সংস্কার	UP ও এলজিইডি /সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	অক্টোবর ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২	স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও ইউপি এর মাধ্যমে	**<u>পেপুলিয়া গ্রামে</u>** ঞ) পেপুলিয়া গ্রামের দুলুর বাড়ী থেকে জমে মসজিদ পর্যন্ড়(১২০০×৮×৩) ফুট রাস্ড়া উচু করা	৪৩২০০০/	স্থানীয়ভাবে মাটি ও শ্রমিক পাওয়া যাবে
	রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার	UP ও এলজিইডি /সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	অক্টোবর ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২	স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও ইউপি এর মাধ্যমে	**<u>পারুল গ্রামে</u>** ট) ফুলছড়ি ইউনিয়নের বৃহত্তর ২নং ওয়ার্ডের পারুল গ্রামের বদিয়ার বাড়ী থেকে হামিদের বাড়ীপর্যন্ড(১০০×৮×৩) ফুট রাস্ড়া উচু করা	৩৬০০০০/-	স্থানীয়ভাবে মাটি ও শ্রমিক পাওয়া যাবে
	রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার	UP ও এলজিইডি /সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	অক্টোবর ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২	স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও ইউপি এর মাধ্যমে	**<u>পারুল গ্রামে</u>** ঠ) ফুলছড়ি ইউনিয়নের বৃহত্তর ২নং ওয়ার্ডের পারুল গ্রামে সোয়াদ	২৫২০০০/-	স্থানীয়ভাবে মাটি ও শ্রমিক পাওয়া যাবে

					প্রামানিকের বাড়ী থেকে মজিদের বাড়ী পর্যন্ড় (৮০০´×৭×৩) ফুট রস্ড় উচু করা		
	রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার	UP ও এলজিইডি /সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	অক্টোবর ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২	স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও ইউপি এর মাধ্যমে	**<u>পশ্চিম গাবগাছি</u>** ড) ফুলছড়ি ইউনিয়নের বৃহত্তর ২নং ওয়ার্ডের পশ্চিম গাবগাছি গ্রামের ছমিরের বাড়ী থেকে মালেকের বাড়ী পর্যন্ড় (১২০০´×৬×৫) ফুট রাস্ড়া উচু করা	৫৪০০০০/-	স্থানীয়ভাবে মাটি ও শ্রমিক পাওয়া যাবে
	রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার	UP ও এলজিইডি /সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	অক্টোবর ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২	স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও ইউপি এর মাধ্যমে	**<u>পশ্চিম গবগছি</u>** ঢ) ফুলছড়ি ইউনিয়নের বৃহত্তর ২নং ওয়ার্ডের পশ্চিম গাবগছি গ্রামের রফিকের বাড়ী থেকে সর্দারের চর সরকারী প্রা: বিদ্যালয় পর্যন্ড় (৮০০´×৬×৫) ফুট রাস্থা উচু করা	৩৬০০০০/-	স্থানীয়ভাবে মাটি ও শ্রমিক পাওয়া যাবে
	রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার	UP ও এলজিইডি /সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	অক্টোবর ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২	স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও ইউপি এর মাধ্যমে	**<u>ফুলছড়ি গ্রামে</u>** ন) ফুলছড়ি গ্রামের কদমের বাড়ী থেকে আয়নুদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ড় (৫০০´×১২´×২) ফুট রাস্ড়া উচু করা	১৮০০০০/-	স্থানীয়ভাবে মাটি ও শ্রমিক পাওয়া যাবে
	রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার	UP ও এলজিইডি /সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	অক্টোবর ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২	স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও ইউপি এর মাধ্যমে	**<u>বাঘবাড়ী গ্রামে</u>** প) ৩নং বৃহত্তর ওয়ার্ডের বাঘবাড়ি গ্রামের আনন্দ বাজার থেকে ময়নালের বাড়ী পর্যন্ড় (৫০০´×১২´×৮) তৈরী করতে হবে	৭২০০০০/-	স্থানীয়ভাবে মাটি ও শ্রমিক পাওয়া যাবে

	রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার	UP ও এলজিইডি /সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	অক্টোবর ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২	স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও ইউপি এর মাধ্যমে	**বাঘবাড়ী গ্রামে** ফ) বাঘবাড়ী গ্রামের আশেদ এর বাড়ী থেকে আশকারের বাড়ী পর্যন্ড় (১০০×৪×৬)	৩৬০০০০/-	স্থানীয়ভাবে মাটি ও শ্রমিক পাওয়া যাবে
	রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার	UP ও এলজিইডি /সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	অক্টোবর ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২	স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও ইউপি এর মাধ্যমে	**জামিরা গ্রামে** ব) ফুলছড়ি ইউনিয়নের বৃহত্তর ৩নং ওয়ার্ডের জামিরা গ্রামে ময়দান আলীর বাড়ী থেকে সুর্জ মিয়র বাড়ী পর্যন্ড় (৬০০×১২×১০) ফুট রাস্ড়া উচু করা।	১০৮০০০/-	স্থানীয়ভাবে মাটি ও শ্রমিক পাওয়া যাবে
	রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার	UP ও এলজিইডি /সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	অক্টোবর ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২	স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও ইউপি এর মাধ্যমে	**জামিরা গ্রামে** ভ) জামিরা গ্রামের তসলিমের বাড়ী থেকে পশ্চিমে নইম উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ড় (১০০০×৮×৩) পর্যন্ড় রাস্ড়া উচু করা	৩৬০০০/-	স্থানীয়ভাবে মাটি ও শ্রমিক পাওয়া যাবে
	রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার	UP ও এলজিইডি /সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	অক্টোবর ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২	স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও ইউপি এর মাধ্যমে	**ঘর ভাঙ্গা গ্রামে** ম) ঘরভাঙ্গা গ্রামের সোলাইমান মোল্লার বাড়ী থেকে শাজাহান মাষ্টারের বড়ী পর্যন্ড় (৭০০×৮×৯) উঁচুকরণ	২৫২০০/-	স্থানীয়ভাবে মাটি ও শ্রমিক পাওয়া যাবে
	রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার	UP ও এলজিইডি /সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	অক্টোবর ২০১১ থেকে মার্চ ২০১২	স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও ইউপি এর মাধ্যমে	**টেংরাকান্দি গ্রামে** য) টেংরাকন্দি সবুর চেযারম্যনের বাড়ী থেকে ঈদ গা মাঠ পর্যন্ড় (১৫×১২×৩) ফুট রাস্ড়া উচু করা।	৫৪০০০/-	স্থানীয়ভাবে মাটি ও শ্রমিক পাওয়া যাবে

১৩ উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্য কাজের কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	উপায়সমূহ	কে পাঠাবে	কখন পাঠাবেন	কীভাবে পাঠাবেন
১	বাজে ফুলছড়ি গ্রামে আফসারের বাড়ী হতে উত্তরে কালুর পাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত (1100x10x2) ফুট রাস্তা মেরামত করা	সচিব ও চেয়ারম্যান	অক্টোম্বর-নভেম্বর ২০১২	সরাসরি/ হাতে হাতে
২	২নং বৃহত্তম ওয়াডের দক্ষিন খোলাবাড়ী গ্রামের বেলালের বাড়ী থেকে শামসুলের বাড়ী পর্যন্ত (১২০০x৮x৪) ফুট রাস্তা তৈরি করা	সচিব ও চেয়ারম্যান	অক্টোবর -নভেম্বর ২০১২ এর মধ্যে	সরাসরি/ হাতে হাতে
৩	পূর্ব গাব গাছি গ্রামের পূর্ব রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ফিনো মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ড় (১০০০x৮x৩) ফুট রাস্ড়া তৈরী করা	সচিব ও চেয়ারম্যান	মার্চ'- ২০১৩ এর মধ্যে	সরাসরি/ হাতে হাতে
৪	পারুল গ্রামের বদিয়রের বাড়ী থেকে হামিদের বাড়ী পর্যন্ড় (১০০০x৮x৩) ফুট রাস্ড়া উচ করা	সচিব ও চেয়ারম্যান	অক্টোম্বর'-নভেম্বর' ২০১৩ এর মধ্যে	সরাসরি/ হাতে হাতে
৫	পারুল গ্রামের শফিয়ারের বাড়ী থেকে মজিদের বাড়ী পর্যন্ড় (৮০০x৭x৩)) ফুট বাস্ড়া উচু করা	সচিব ও চেয়ারম্যান	অক্টোম্বর'-নভেম্বর' ২০১২ এর মধ্যে	সরাসরি/ হাতে হাতে
৬	ফুলছড়ি ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের ৯০০ একর, ০২নং ওয়ার্ডের ৭০০ একর এবং ০৩নং ওয়ার্ডের ৫০০ একর জমির জন্য জন্য সহনশীল বীজ (বি আর আর ৩৩) সরবরাহের ব্যবস্থা করা	সচিব ও চেয়ারম্যান	নভেম্বর' ২০১২ এর মধ্যে	সরাসরি/ হাতে হাতে
৭	ফুলছড়ি ইউনিয়নের ৬৫২টি পরিবারের জন্য কালুর পাড়ায় ২০ একর, গাবগাছিতে ৪০ একর এবং জামিরায় ৫০ একর খাস জমি প্রাপ্তর ব্যবস্থা করা	ভিডিসি লিডার /ও ইউপি সচিব	অক্টোম্বর'২০১১-মার্চ'২০১৩	সরাসরি/ হাতে হাতে
৮	ফুলছড়ি ইউনিয়নের ৪৪৪ জন বয়স্ক লোকের স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য সাপ্তাহিক ০২টি স্বাস্থ্য কেম্পের ব্যবস্থা করা	সচিব ও চেয়ারম্যান	নভেম্বর-ডিসেম্বর'২০১২	সরাসরি/ হাতে হাতে
৯	ফুলছড়ি ইউনিয়নের ৪৪৪ জন্য বয়স্ক লোকের মধ্যে ১৪৪ জন বয়স্ক লোকের বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা	সচিব ও চেয়ারম্যান	নভেম্বর-ডিসেম্বর'২০১২	সরাসরি/ হাতে হাতে
১০	ফুলছড়ি ইউনিয়নের ১৩০০ গরু ছাগলের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা	সচিব ও চেয়ারম্যান	ডিসেম্বর'২০১২ এর মধ্যে	সরাসরি/ হাতে হাতে
১১	বন্যা সহনশীল বৃক্ষরোপন করা	সচিব	মার্চ-২০১২-এপ্রিল'২০১৩	সরাসরি/ হাতে হাতে
১২	৪টি রাস্তার উপর রিং কালভার্ট তৈরি করা	সচিব	জানুয়ারী' ২০১৩ এর মধ্যে	

১৩	বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিও জন্য প্রশিক্ষন প্রদান(দর্জি বিজ্ঞান,ভ্যাকসিনেটর তৈরী, ঠোংগা তৈরী,টুপি, মোবাইল সার্ভিসিং,কাপড়ের ব্যাগ)	সচিব ও চেয়ারম্যান	অক্টোম্বর'-২০১১নভেম্বর'২০১৪	সরাসরি/ হাতে হাতে
১৪	বন্যার সময় ২৫০টি পরিবারের জন্য নলকুপের অতিরিক্ত পাইপ দিয়ে উচুকরন	সচিব ও চেয়ারম্যান	মার্চ২০১১-এপ্রিল'২০১২	সরাসরি/ হাতে হাতে
১৫	৪৮০ টি পরিবারের জন্য খাস জমি প্রাপ্তির জন্য ব্যবস্থা করা	সচিব ও চেয়ারম্যান	ডিসেম্বর'২০১৫ এর মধ্যে	সরাসরি/ হাতে হাতে
১৬	২০ জন নারীকে ধাত্রী প্রশিক্ষণ দেওয়া১	সচিব ও চেয়ারম্যান	নভেম্বর২০১১-ডিসেম্বর'২০১২	সরাসরি/ হাতে হাতে
১৭	জরুরী চিকিৎসাসেবার জন্য ০৫টি মেডিকেল টিম গঠন করা	সচিব /ভিডিসি	জুন ২০১২-আগষ্ট'২০১২	সরাসরি/ হাতে হাতে
১৮	বন্যার সময় গবাদিপশুর জন্য ৩০টি ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প এর আয়োজন করা	ভিডিসি লিডার /ও ইউপি সচিব	অক্টোম্বর'১১- মার্চ'২০১২	সরাসরি/ হাতে হাতে
১৯	নদী ভাংগন প্রতিরোধে পাইলিং করা	সচিব ও চেয়ারম্যান	নভেম্বর-ডিসেম্বর'২০১৫	সরাসরি/ হাতে হাতে
২০	নদী ভাংগন প্রতিরোধে গোড়াইন বাধ দেওয়া	সচিব ও চেয়ারম্যান	নভেম্বর-ডিসেম্বর'২০১৫	সরাসরি/ হাতে হাতে
২১	বন্যার সময় নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য প্রশাসনিক সহযোগিতা	সচিব ও চেয়ারম্যান	জুলাই'২০১২ বন্যার সময়	সরাসরি/ হাতে হাতে

১৪ সিআরএ পরিচালনায় সহায়তাকারীদের (ফ্যাসিলিটেটর) সার্বিক মন্তব্য

ফুলছড়ি ইউনিয়ন সিআরএ কার্যক্রমে সহায়তাকারীদের তালিকা

পুর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ফুলছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের সাথে আলোচনা ওরিয়েন্টেশন এবং প্ল্যানিং মোতাবেক একটি সিডিউল করে এবং ইউডিএমসি-র সদস্য সাথে কমিউনিটির সদস্যদের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে একটি টীম গঠন করে প্রথমে ওয়ার্ড এবং পরে ইউনিয়ন পর্যায়ে সিআরএ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এই সিআরএ কার্যক্রমে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সহায়কের দায়িক্ত পালন করেছেন তাদের নাম, পদবী, পেশা ও সেল ফোন নম্বরসহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো

ক্রমিক	নাম	পদবী	সংস্থার নাম	পেশা	মোবাইল নম্বর
০১	নাহিদ নিহার সুলতানা	F.F	টেংরাকান্দি অফিস SKS	চাকুরী	
০২	শাহিন পারভেজ	F.F	টেংরাকান্দি অফিস ঝকঝ	চাকুরী	০১৭১৫৩৬১৫৯৬
০৩	জাহেদ আলী	F.F	টেংরাকান্দি অফিস ঝকঝ	চাকুরী	০১৭২৩৪২৫৬২১
০৪	মোছাঃ খালেদা আক্তার	ইউপি সদস্য	বাজেফুলছড়ি	গৃহিনী	
০৫	আ: মান্নান ফকির	ভিডিসি সদস্য	পিপুলিয়া	কৃষি	০১৯৩৭৯২৯৮৩৯
০৬	মোছাঃ রাবেয়া বেগম	টচ সদস্য	৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড	গৃহিনী	
০৭	ে মোঃ ইসমাঈল হোসেন	ভিডিসি সদস্য	কালুরপাড়া	কৃষি	০১৭১৬৩৮৬১৫২
০৮	মোঃ আশরাফুল আলম	পি ও	এসকেএস	চাকুরী	০১৯৩৯১৮৩৭০০

অন্যান্য সহায়তাকারীর তালিকা

১. উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী কর্মকর্তার প্রতিনিধি
২. ইউনিয়ন পর্যায়ে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্মা
১. ইউনিয়ন পর্যায়ে পঃ পঃ মাঠ কর্মী
৩. হেল্প এইজ ইন্টারন্যাশনাল সংস্থার প্রতিনিধি
৪. এ্যকশনএইড সংস্থার প্রতিনিধি
৫. সংশ্লিষ্টি ইউপি চেয়ারম্যান।

গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার ফুলছড়ি ইউনিয়নে কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমে সিআরএ একটি অতন্ত গুরুত্বপুর্ণ অধ্যায়, কেননা এলাকার জন প্রতিনিধি এবং সাধারণ মানুষের মতামত অনুযায়ী এই ধরনের কার্যক্রম এলাকায় এবারই প্রথম। তাই এলাকার জনগনের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণই এই কার্যক্রমকে আরও বেশি গতিশীল ও কার্যকর করতে সহায়তা করেছে। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে সাধারণ এবং হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেশি হওয়ায় প্রত্যাশাও অনেক বেশি। ফলে প্রত্যাশা এবং চাহিদা অনুযায়ী পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হলে মানুষের জীবন-জীবিকার দূর্বিসহ খরা কাটিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন সম্ভব, এবং আগামী দিনের ভবিষ্যৎ ভাবনা সংগ্রামী ও দক্ষতাপুর্ণ করে সক্ষমতা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবে। আর তখনই এলাকার মানুষ বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলা করে দুর্যোগ সহনশীল হতে সাহসী হবে।

তবে এই কার্যক্রমকে আরও বেশি কার্যকর ও গুনগত মানসম্পন্ন করতে ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা জরুরী ছিল। আশা করি আগামী দিনে এই বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি গোচর হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

সিআরএ ফ্যাসিলিটেটর দল
ফুলছড়ি ইউনিয়ন, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা।

১৫ পরিশিষ্ট

১ ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে পরিকল্পনা সভা

ফুলছড়ি ইউনিয়নে জনগোষ্ঠির ঝুঁকি নিরূপণ প্রণয়নের জন্য ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে পরিকল্পনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড চিহ্নিত করা এবং সে সাপেক্ষে সিআরএ সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া চুড়ান্ত করা হয়। উক্ত পরিকল্পনা সভায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন সদস্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরিকল্পনা সভায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং বিভিন্ন সহযোগি বিভিন্ন সংস্থার কার কী দায়িত্ব হবে তা চিহ্নিত করা হয়।

১. ইউনিয়ন পর্যায়ে সিআরএ বৈধতাকরণ কর্মশালা

পুর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ও সিডিউল মোতাবেক ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে তারিখ ও সময় নির্ধারণ করে সকলকে আমন্ত্রণ করে ৭ও ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তরিখে ফুলছড়ি ইউনিয়ন কার্যালয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় ৩টি ওয়ার্ড পর্যায়ের সম্পন্নকৃত সিআরএ তথ্যসমূহ সংশ্লিষ্ট ভিডিসি'র সদস্যদের দ্বারা উপস্থাপন করার পর উপস্থিত অন্যান্য সকলের মতামত যাচাই করে তথ্যসমূহ একত্রিত করা হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রতিবন্ধি ও বয়স্কসহ সমাজে পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠির উপযোগী সকল তথ্য সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করার জন্য উপস্থিত থাকেন টেকনিক্যাল সহযোগী সংস্থা হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল এবং এ্যকশনএইড বাংলাদেশ এর টেকনিক্যাল প্রতিনিধিগণ।

২. অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেকেন্ডারি তথ্য

৩.১ ফুলছড়ি ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

ক্রমিক	নাম	পদবী	ঠিকানা	মোবাইল নম্বর
০১	জনাব এম এ সবুর সরকার	ইউপি চেয়ারম্যান সভপতি	ফুলছড়ি	০১৭১৬২৮৯৯৪৭
০২	মোছা: খালেদা বেগম	ইউপিসদস্য(সংরক্ষিত)	ফুলছড়ি	০১৭২১৬৮৯৬১৯
০৩	মোছা: রাবেয়া বেগম	ইউপিসদস্য(সংরক্ষিত)	ফুলছড়ি	০
০৪	মোছা: রাহেনা বেগম	ইউপিসদস্য(সংরক্ষিত)	ফুলছড়ি	০
০৫	মো: আব্দুর রহমান	ইউপি সদস্য	ফুলছড়ি	০১৭২৬৭৮৪৪৯৭
০৬	মো: ছাইফুল ইসলাম	ইউপি সদস্য	ফুলছড়ি	০১৭৩১০৩০৭২০
০৭	মো: ছাইরউদ্দিন শেখ	ইউপি সদস্য	ফুলছড়ি	০
০৮	মো: মফিদুল ইসলাম বাবু	ইউপি সদস্য	ফুলছড়ি	০
০৯	মো: আব্দুল করিম	ইউপি সদস্য	ফুলছড়ি	০
১০	মো: নুর জামাল	ইউপি সদস্য	ফুলছড়ি	০
১১	মো: শফিকুল ইসলাম	ইউপি সদস্য	ফুলছড়ি	০
১২	মো: এমদাদুল হক	ইউপি সদস্য	ফুলছড়ি	০
১৩	মো: বদর উদ্দিন	ইউপি সদস্য	ফুলছড়ি	০
১৪	মো: আবুবকর সিদ্দিক	উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা	ফুলছড়ি	০
১৫	নুরে আলম	উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা	ফুলছড়ি	০১৭২১৯৪৮১৭৫
১৬	মো: সেলিনা	উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা	ফুলছড়ি	০
১৭	মো:আবুল কালাম	আনছার ভিডিপি সদস্য	ফুলছড়ি	০
১৮	মো: উসমান আলী	মেকানিক্স উচঐউ	ফুলছড়ি	০১৭৩৩১০১৮৩৩
১৯	ইরফান ফকির	গন্যমান্য ব্যাক্তি/ প্রতিনিধি	ফুলছড়ি	০১৭২৩৪২৫৬২১
২০	মো: জাহেদ আলী	NGO প্রতিনিধি (SKS)	ফুলছড়ি	০
২১	মো: হাতেম আলী	গণ্যমান্য ব্যাক্তি	ফুলছড়ি	০
২২	জাহাঙ্গীর আলম	সুপার ভাইজার প্রানী সম্পদ অধিদপ্তর	ফুলছড়ি	০
২৩	জামাত আলী	গণ্যমান্য ব্যাক্তি	ফুলছড়ি	০
২৪	মো:আনোয়ার হোসেন	ইমাম	ফুলছড়ি	০
২৫	মো: রোহন আজাদ মন্ডল	সচিব	ফুলছড়ি	০

৩.২ যেভাবে সিআরএ সম্পন্ন করা হযেছে ?

প্রথমে ডিপিকো-৬ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ ইউনিয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তি যেমন- চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, যুব সমাজ, সমাজ সেবক, ধর্মীয় নেতা প্রভৃতির সাথে সর্ম্পক উন্নয়ন ও পরিচিত হওয়ার জন্য এলাকা পরিভ্রমণ করেন। এরপর ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে প্রকল্প কর্মসূচি ও সিআরএ প্রক্রিয়া নিয়ে অবহিতকরণ সভা করা হয়। এসবের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায় থেকে স্বেচ্ছাসেবী সহায়ক নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত এসব সহায়কদের সিআরএ বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সিআরএ বিষয়ে ওয়ার্ড পর্যায়ে দলীয় কাজ করার জন্য সহায়কদের নিয়ে সময়সূচি তৈরি করা হয়। এরপর সিআরএ অনুশীলনের জন্য উপকরণ সংগ্রহ এবং দলীয় কাজের জন্য অংশগ্রহণকারী বাছাই করা হয়। পরবর্তীতে স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করে ওয়ার্ড পর্যায়ে দলীয় কাজ করা হয়। দলীয় কাজ শেষে সাবেক ওয়ার্ড পর্যায়ে ৩টি দলের কাজ উপস্থাপন ও বৈধতাকরণের জন্য কর্মশালা করা হয় এবং ৩টি দলের কাজ ইউনিয়ন পর্যায়ে উপস্থাপনের জন্য সংকলন (কম্পাইল) করা হয়।

কর্মশালায় দলীয় কাজের অংশগ্রহণকারী ও এলাকার অন্যান্য সুধী ও সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। ওয়ার্ড পর্যায়ে সংকলিত সিআরএ তথ্য ইউনিয়ন পর্যায়ে বৈধতাকরণের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি ও ওয়ার্ড পর্যায়ে দলীয় কাজে অংশগ্রহণকৃত সদস্যদের সমন্বয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে বৈধতাকরণ কর্মশালা করা হয়। তারপর ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যসহ অন্যান্যরা মিলে কর্মশালার মাধ্যমে ঢলুয়া ইউনিয়নের জন্য একটি বহুবর্ষব্যাপী ঝুঁকি হ্রাস কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করে। এসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সিআরএ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। একই সাথে যে সকল কার্যক্রম ইউনিয়ন পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, সেগুলো উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচন করা হয়।

৩.৩ জনগোষ্ঠির ঝুকি নিরূপণ (সিআরএ) কি?

সিআরএ (জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ) একটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি যা অনুশীলনের মাধ্যমে আপদ, ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, ঝুঁকি মানিয়ে নেবার ক্ষমতা ও তা সাফল্যের সাথে আয়ত্ব করার কৌশল এবং ঝুঁকি নিরসনে কার্যকর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

সিআরএ কার্যক্রমে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার জনগণের সমন্বয়ে গঠিত দলগুলির মতামতের ভিত্তিতে ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, সমাধানে ঐকমত্যে পৌঁছানো, সমাধানের প্রভাব বিশ্লেষণ করা এবং সবশেষে একটি বাস্তবায়নযোগ্য ঝুঁকি নিরূপণ ও নিরসন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ পদ্ধতিতে একে অন্যের মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে উৎসাহিত করা হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও নিরসন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩.৪ সিআরএ কার্যক্রমের ধাপসমূহ

সিআরএ (জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ) কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে কতগুলো ধাপ ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ধাপ অনুসারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য ধাপসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

- সিআরএ কার্যক্রমের স্থান, তারিখ ও অংশগ্রহণকারীদের ধরণ
- ফুলছড়ি ইউনিয়নের সামাজিক ও আপদ মানচিত্র
- আপদ চিহ্নিতকরণ

- আপদের কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠি যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হন
- বিপদাপন্নতা চিহ্নিতকরণ (সমস্যার কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ)
- সমস্যাবলীর অগ্রাধিকারকরণ
- ফুলছড়ি ইউনিয়নের নারী, পুরুষ ও শিশুদের ঝুঁকি নিরূপণ
- ঝুকির বর্ণনা
- KII পরিচালনা
- ঝুকির অগ্রাধিকারকরণ
- ঝুকি মোকাবেলার জন্য চিহ্নিত উপায়সমূহের প্রস্তুত ও অগ্রাধিকারকরণ
- বহুবার্ষিক ঝুকি হ্রাস পরিকল্পনা
- ইউনিয়ন পর্যায়ে বৈধতাকরণ কর্মশালা

৩.৫ কর্মশালার স্থান ও তারিখ

সিআরএ কার্যক্রমের স্থান, তারিখ ও অংশগ্রহণকারীদের ধরণ ছক ঃ

নিচের টেবিলটি পূরণ করতে হবে।

তারিখ	কাজের ধরন	স্থান	অংশগ্রহণকারীর ধরন	মোট উপস্থিতি
ওয়ার্ড পর্যায়ে সিআরএ কার্যক্রম				
১৮ ও ২০ আগষ্ট/১১	সিআরএ মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম (নারী দল ও পুরুষ দল), ওয়ার্ড ১, ২, ৩ (সাবেক -১)	টেংরাকান্দী	ইউপি সদস্য, কৃষক,শিক্ষক মৎস্যজীবী, বৃদ্ধ, নারী, ইমাম প্রতিবন্ধী, ভূমিহীন ও সাধারণ জনগণ, ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারী সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা	১১
২১ ও ২২ আগষ্ট/১১	সিআরএ মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম (নারী দল ও পুরুষ দল), ওয়ার্ড ৪, ৫, ৬ (সাবেক -২)	পারুল স্কুল মাঠ	ইউপি সদস্য, কৃষক,শিক্ষক মৎস্যজীবী, বৃদ্ধ, নারী, ইমাম প্রতিবন্ধী, ভূমিহীন ও সাধারণ জনগণ,ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারী সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা	১৫
২৩ ও ২৪ আগষ্ট/১১	সিআরএ মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম (নারী দল ও পুরুষ দল), ওয়ার্ড ৭, ৮, ৯ (সাবেক -৩)	দেলুয়াবাড়ী	ইউপি সদস্য, কৃষক, শিক্ষক, মৎস্যজীবী, বৃদ্ধ, নারী, ইমাম প্রতিবন্ধী, ভূমিহীন ও সাধারণ জনগণ, ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা	১৭
ইউনিয়ন পর্যায়ে সিআরএ বৈধতাকরণ (ভ্যালিডেশন)				
৭ও ৮ সেপ্টেম্বর/১১	সিআরএ কম্পাইলেশন ও বৈধকরন কর্মশালা	ফুলছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ	ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্য, ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং ইউডিএমসি'র নারী ও পুরুষ সদস্য বৃন্দ	৪০ জন

৩.৬ স্টেকহোল্ডার / অংশগ্রহণকারী

প্রদত্ত গাইডলাইন অনুসরণ করে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি স্টেকহোল্ডার নির্বাচন করা হয়। প্রাথমিক স্টেকহোল্ডার হিসেবে ইউনিয়নের প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে স্থানীয় জনগণ, ইউপি সদস্য, স্থানীয় বিজ্ঞব্যক্তি, প্রবীণ, বিভিন্ন পেশাজীবী (কৃষক, মৎস্য শিকারী ও অন্যান্য) নারী, বৃদ্ধ, শিশু, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি শ্রেণীর জনগোষ্ঠিকে নির্বাচন করা হয়েছে। অপরদিকে সেকেন্ডারি স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে রয়েছে ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, সরকারি ও বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ, এলাকায় কর্মরত এনজিও প্রতিনিধি ও প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

প্রাথমিক স্টেকহোল্ডার নির্বাচন করার ক্ষেত্রে কৃষক, মৎসজীবী, নারী, বৃদ্ধ, শিশু, প্রতিবন্ধী এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠি; যারা দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক ও সেকেন্ডারী স্টেকহোল্ডার নির্বাচন করার ক্ষেত্রে ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড ও গ্রাম থেকে স্টেকহোল্ডার নির্বাচন করার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। ওয়ার্ড, এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে সিআরএ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে সহায়তা করেন উপজেলা নিবার্হি কর্মকর্তা, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বারবৃন্দ, সিপিপি, শিশু সংগঠন, ইসিসিডি কর্মসূচীর সদস্যবৃন্দ, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, উপজেলা সরকারি সেবাদানকারী সংস্থাসমূহ, স্থানীয় বন বিভাগের কর্মকর্তা, ঋণদাতা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, এনজিও প্রতিনিধি, স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও একাডেমিক প্রতিষ্ঠান।

ফুলছড়ি ইউনিয়নে ওয়ার্ড পর্যায়ে সিআরএ কার্যক্রমে মোট ১৫ জন নারী, ০৪ জন শিশু এবং ২৪ জন পুরুষ অংশগ্রহণ করেছেন অপরদিকে ইউনিয়ন পর্যায়ে বৈধতাকরণ কর্মশালায় মোট ০৬ জন নারী, ০৩ জন শিশু এবং ৩১ জন পুরুষ অংশগ্রহণ করেছেন।

৩.৭ KII এর ফলাফল

সিআরএ'র নির্দেশিকা অনুযায়ী KII ছিল সিআরএ কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ন এবং অন্যতম প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় গাইড লাইন নির্দেশনা মোতাবেক প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে নিদ্দিষ্ট ফরমেটের মাধ্যমে বৃদ্ধ নারী ও পুরুষ ৫টি শিশু ৬টি এবং প্রতিবন্ধী ৩টিসহ মোট ১৪টি KII করা হয়। সিআরএ চলাকালীন আলাদা আলাদাভাবে ১৪টি KII করে তার সংগৃহীত তথ্যসমূহ সমন্বয় করে তা কম্পাইলেশন করা হয়, সেখানে বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তির ক্ষয়ক্ষতির ধরন এবং ঝুঁকির মাত্রা চিহ্নিত করে আগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিরসনের উপায় বের করা হয় এবং তা বৈধকরণের উদ্দেশ্যে দলীয় সিআরএ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উপস্থাপন করা হয়। ফলে শিশু, প্রতিবন্ধী এবং বয়স্ক নারী-পুরুষ দুর্যোগকালীন ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য উপায় চিহ্নিত করে এবং ক্ষয়ক্ষতি কমানোর ক্ষেত্রে দলীয় কাজের ফলাফলের সাথে সংমিশ্রন কতরে তা RRAP তে সংযুক্তি করা হয়।

নিম্নে KII এ অংশগ্রহণকারীদের তথ্য দেওয়া হলো (শিশু, বয়স্ক ও প্রবন্ধী)ঃ

শিশু	বয়স্ক	প্রতিবন্ধী
- মোছাঃ আঞ্জুয়ারা খাতুন, পিতা- আনারুল হক, গ্রাম- পিপুলিয়া, ওয়ার্ডনং ০২	- মোছাঃ ময়দান বেগম, স্বামী– মোঃ কছিম উদ্দিন, গ্রাম-পিপুলিয়া, ওয়ার্ড নং ০২	- মোছাঃ কবিরন বেগম,স্বামী- মোঃ ইয়াকুব আলী, গ্রাম- পিপুলিয়া , ওয়ার্ড নং০২
- মোঃ মোকছেদ আলী,	- মোঃ মফিদুল ইসলাম,	- মোছাঃ রাশেদা বেগম,স্বামী- মোঃ

পিতা- দছিজল হক, গ্রাম-বাজেফুলছড়ি.ওয়ার্ড ০১	পিতা– ময়ান উদ্দিন, গ্রাম- টেংরাকান্দী ওয়ার্ডনং ০৩	সাহেদ আলী, গ্রাম- পিপুলিয়া,ওয়ার্ড নং ০২
- মোঃ রাশেদ মিয়া, পিতা- আয়নাল হক, গ্রাম- টেংরাকান্দী ওয়ার্ডনং ০৩	- মোঃ বাদশা মিয়া, পিতা– মৃত ফকির, গ্রাম–বাজেফুলছড়ি, ওয়ার্ডনং ০১	- মোঃ আসমত আলী, পিতা- মোঃ কবের আলী, গ্রাম– দেলুয়াবাড়ী, ওয়ার্ডনং ০৮
- মোছাঃ জয়না খাতুন, পিতা- আশেক মোল্লা, গ্রাম- পিপুলিয়া. ওয়ার্ডনং ০২	- মোছাঃ আয়ভান বেওয়া, স্বামী-মৃতঃ কালু শেখ, গ্রাম– দেলুয়াবাড়ী, ওয়ার্ডনং ০৮	
- মোছাঃ শান্ত খাতুন, পিতা -মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, গ্রাম- দেলুয়াবাড়ী, ওয়ার্ডনং ০৮	- মোছাঃ নুরী বেগম, স্বামী- মৃতঃ করিম শেখ, গ্রাম– দেলুয়াবাড়ী, ওয়ার্ডনং ০৮	
- মোঃ সুমন মিয়া, পিতা- মোঃ হামিদুল হক, গ্রাম- দেলুয়াবাড়ী,ওয়ার্ডনং০৮		

৩. সিআরএ'কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের নাম (প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি স্টেকহোল্ডার)

ফুলছড়ি ইউনিয়নে টেংরাকান্দী ইউপি কার্যালয়ে ০৭-০৮/০৯/২০১১ইং তারিখে ইউনিয়ন পর্যায়ে সিআরএ ভ্যালিডেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন পর্যায়ে ভ্যালিডেশন কর্মশালায় ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, কৃষক, ইমাম, মৎস্যজিবি, সরকারি দপ্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ, বৃদ্ধ, নারী, প্রতিবন্ধী, ভূমিহীন ও সাধারণ জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

অংশগ্রহণকারী ঃ ইউনিয়ন পর্যায়ে সিআরএ ভ্যালিডেশন কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীর নাম

ক্রমিক	নাম	গ্রাম ও ওয়ার্ড	পেশা	মোবাইল
০১	এম এ সবুর সরকার	টেংরাকান্দী ০৩	চেয়ারম্যান	০১৭১৬২৮৯৯৪৭
০২	মোঃ এরফান আলী	কালুরপাড়া ০১	ইমাম	০১৭৩৩১০১৮৩৩
০৩	মোছাঃ রাবেয়া বেগম	পশ্চিম গাবগাছি ০৬	গৃহিনী	০
০৪	মোঃ আব্দুল মান্নান মিয়া	পিপুলিয়া ০২	কৃষি	০১৯৩৭৯২৯৮৩৯
০৫	মোঃ শফিকুল ইসলাম	পিপুলিয়া ০২	কৃষি	০
০৬	মোঃ মফিদুল ইসলাম	পারুল ০৪	কৃষি	০
০৭	মোঃ নুরজামান মিয়া	পশ্চিম গাবগাছি ০৬	কৃষি	০
০৮	মোঃ আব্দুর রহমান	উত্তর খোলাবাড়ী ০১	কৃষি	০১৭২৬৭৮৪৪৯৭
০৯	মোঃ করিম মিয়া	খোলাবাড়ী ০৫	কৃষি	০
১০	মোঃ সাইরুদ্দি শেখ	টেংরাকান্দী ০৩	কৃষি	০
১১	মোঃ কোরবান আলী	বাজেফুলছড়ি ০১	কৃষি	০
১২	মোঃ নুরুল হোসেন	টেংরাকান্দী ০৩	কৃষি	০
১৩	মোঃ আব্দুল মান্নান	টেংরাকান্দী ০৩	কৃষি	০

ক্রমিক	নাম	গ্রাম ও ওয়ার্ড	পেশা	মোবাইল
১৪	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	পিপুলিয়া ০২	কৃষি	০১৯১৫৪১৫২১১
১৫	মোঃ রহিম উদ্দিন	পিপুলিয়া ০২	কৃষি	০১৯১৩৭৩৯৪৭৩
১৬	মোঃ নুর সাদি	পশ্চিম গাবগাছি ০৬	কৃষি	০১৭৫১২৭৫৫৭৩
১৭	মোঃ সাহেব আলী	পিপুলিয়া ০২	কৃষি	০
১৮	মোঃ আবুল হোসেন	বাজেফুলছড়ি ০১	ইমাম	০১৭২৭৮০৫০৬৮
১৯	মোছাঃ হাছনা বেগম	টেংরাকান্দী ০৩	গৃহিনী	০
২০	মোছাঃ ছবুরা বেগম	টেংরাকান্দী ০৩	গৃহিনী	০
২১	মোঃ সরবেশ আলী	পিপুলিয়া ০২	কৃষি	০
২২	মোঃ আব্দুর রহমান	পিপুলিয়া ০২	কৃসি	০১৭৪০৮৩৭২৪৬
২৩	মোঃ আসমত আলী	টেংরাকান্দী ০৩	ব্যবসা	০১৯৩০৯০৮৯৯২
২৪	মোঃ নুরুল ইসলাম	পারুল ০৪	ব্যবসা	০১৭৫০০৫৭২৯৭
২৫	মোঃ আজম আলী	টেংরাকান্দী ০৩	কৃষি	০১৯৩২১৪৫৬৪১
২৬	মোঃ ইমদাদুল হক	দেলুয়াবাড়ী ০৯	কৃষি	০
২৭	মোঃ হাছেদ আলী	পশ্চিম গাবগাছি ০৬	কৃষি	০
২৮	মোঃ সাইদুর রহমান	দেলুয়াবাড়ী ০৯	কৃষি	০
২৯	মোঃ আব্দুল গফুল	পারুল ০৪	কৃষি	০
৩০	মোঃ ইসমাঈল হোসেন	কালুরপাড়া ০১	কৃষি	০
৩১	মোঃ লোকমান মিয়া	টেংরাকান্দী ০৩	ব্যবসা	০
৩২	মোঃ নুরুন্নবী সরকার	কালুরপাড়া ০১	ব্যবসা	০১৭৩৭০৯৭৯৬২
৩৩	মোঃ রোহান আজাদ মন্ডল	ফুলছড়ি ০১	চাকুরী	০১৭৩৫১০১২২৮
৩৪	মোঃ সাইফুল ইসলাম	পিপুলিয়া ০২	কৃষি	০
৩৫	মোঃ হাতেম আলী	জামিরা ০৯	কৃষি	০
৩৬	মোঃ নুরে আলম	ফুলছড়ি ০১	চাকুরী	০১৭২১৯৪৮১৭৫
৩৭	মোঃ বদর উদ্দীন	দেলুয়াবাড়ী ০৯	কৃষি	০
৩৮	মোঃ আয়নাল হক	পারুল ০৪	শিক্ষক	০
৩৯	মোঃ জাহেদ আলী	ফুলছড়ি ০১	চাকুরী	০
৪০	মোঃ শাহিদ পারভেজ	ফুলছড়ি ০১	চাকুরী	০১৭১৫৩৬১৫৯৬

দুইদিন ব্যাপী বিভিন্ন প্রকার তথ্য দিয়ে যারা সহযোগীতা করেন তাদের তালিকা সংযুক্ত করা হলো

গ্রাম- পারুল, দেলুয়াবাড়ী, টেংরাকান্দী

স্থান- পারুল রেজিঃ বে-সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়

তারিখঃ ২০-২১/০৮/২০১১ ইং

ক্রমিক	নাম	গ্রাম ও ওয়ার্ড	পেশা	মোবাইল
০১	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	পারুল০৪	চাকুরী	০১৭২১৭২৫৩৯৫
০২	মোঃ নওশাদ প্রামানিক	পারুল০৪	কৃষি	০
০৩	মোঃ রিয়াজ উদ্দিন	পারুল০৪	কৃষি	০
০৪	মোছাঃ মোরশেদা বেগম	পারুল০৪	গৃহিনী	০১৭৩১২৪২১৯৭
০৫	মোছাঃ আবেদা বেগম	পারুল০৪	গৃহিনী	০

০৬	মোঃ হাবিবুর রহমান	পারুল০৪	কৃষি	০
০৭	মোঃ সুমার আলী	পারুল০৪	ছাত্র	০১৯১৯৪৭২৮৯৭
০৮	মোছাঃ ফুলজান বেগম	খোলাবাড়ী০৫	কৃষি	০
০৯	মোঃ সংশের আলী	খোলাবাড়ী০৫	কৃষি	০
১০	মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক	খোলাবাড়ী০৫	কৃষি	০১৭৪৭৬৮১৫৬১
১১	মোঃ আব্দুল জব্বার	খোলাবাড়ী০৫	কৃষি	০
১২	মোছাঃ কমেলা বেগম	খোলাবাড়ী০৫	কৃষি	০
১৩	মোঃ মোফাজ্জল হক	খোলাবাড়ী০৫	কৃষি	০
১৪	মোঃ রফিক মিয়া	গাবগাছী০৬	ব্যবসা	০১৭১৮০২৩৩৫৪
১৫	মোঃ জয়েন উদ্দিন	গাবগাছী০৬	কৃষি	০
১৬	মোঃ সোনা মিয়া	গাবগাছী০৬	কৃষি	০
১৭	মোঃ রহিম বাদশা	গাবগাছী০৬	কৃষি	০১৯১৩৭৩৯৪৭৩
১৮	মোঃ জহুরুল ইসলাম	গাবগাছী০৬	চাকুরী	০১৭২৭১৭৮৮৭০
১৯	মোঃ আয়েজ উদ্দিন	গাবগাছী০৬	কৃষি	০১৭৪৭৮৪২১২০
২০	মোঃ জমের আলী	পারুল০৪	কৃষি	০১৭৫৪০৯৩৫৮৪
২১	মোঃ আব্দুল করিম মিয়া	পারুল০৪	কৃষি	০১৭৫৩২৫৬২১৫
২২	মোঃ মফিদুল ইসলাম	পারুল০৪	কৃষি	০১৭২২২৫১৬৬৮
২৩	মোছাঃ নুরজাহান বেগম	পারুল০৪	কৃষি	০১৯১২৮৪৭৬০৪
২৪	মোছাঃ নুর শাহাজাদী	পারুল০৪	কৃষি	০১৭৫১২৭৫৫৭৩
২৫	মোঃ লৎফর রহমান	পারুল০৪	কৃষি	০
২৬	মোঃ বাকা মিয়া	পারুল০৪	চাকুরী	০
২৭	মোঃ হাছেন আলী	পারুল০৪	কৃষি	০
২৮	মোঃ হাতেম আলী	পারুল০৪	কৃষি	০
২৯	মোঃ মজনু মিয়া	পারুল০৪	ছাত্র	০১৭৫৭৫৩৪৪৮৩
৩০	মোঃ সুমার আরী	পারুল০৪	কৃষি	০১৭৩৭৮৪০৭৫৫

স্থান- কমিউনিটি সেন্টার দেলুয়াবাড়ী
তারিখঃ- ২৩ - ২৪/০৮/২০১১ ইং

ক্রমিক নং	নাম	গ্রাম ও ওয়ার্ড	পেশা	মোবাইল
০১	মোঃ বদর উদ্দিন	দেলুয়াবাড়ী০৯	কৃষি	০
০২	মোঃ এমদাদুল হক	দেলুয়াবাড়ী০৯	কৃষি	০
০৩	মোঃ সফিকুল ইসলাম	পুর্বগাবগাছি০৬	ব্যবসায়ী	০
০৪	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	পঃ গাবগাছি০৬	কৃষি	০
০৫	মোঃ আজাহার আলী	বাগবাড়ি০৬	কৃষি	০
০৬	মোঃ আবু বক্কর	বাগবাড়ি০৬	কৃষি	০
০৭	মোঃ আঃ গফুর মিয়া	দেলুয়াবাড়ী০৯	কৃষি	০
০৮	মোঃ ইউনুছ আলী	দেলুয়াবাড়ী০৯	কৃষি	০
০৯	মোঃ আঃ হামিদ	জামিরা০৬	কৃষি	০

১০	মোঃ হাসেম আলী	দেলুয়াবাড়ী০৯	কৃষি	০
১১	মোঃ মহিদুল ইসলাম	দেলুয়াবাড়ী০৯	কৃষি	০
১২	মোঃ মুজাহার আলী	পুর্ব গাবগাছি০৬	কৃষি	০
১৩	মোঃ ইব্রাহীম আলী	পুর্বগাবগাছি০৬	কৃষি	০
১৪	মোঃ এনামুল করিম	বাগবাড়ি০৬	কৃষি	০
১৫	মোঃ আয়নাল হক	পুর্বগাবগাছি০৬	কৃষি	০
১৬	মোছাঃ আছমা বেগম	দেলুয়াবাড়ি০৯	গৃহিনী	০
১৭	মোছাঃ শাহানা বেগম	দেলুয়াবাড়ি০৯	গৃহিনী	০
১৮	মোছাঃ সফিয়া বেগম	পুর্বগাবগাছি০৬	গৃহিনী	০
১৯	মোছাঃ ছাবিয়া বেগম	বাগবাড়ি০৬	গৃহিনী	০
২০	মোছাঃ রাহেনা বেগম	বাগবাড়ি০৬	গৃহিনী	০
২১	মোছাঃ জাহানারা বেগম	বাগবাড়ি০৬	গৃহিনী	০
২২	মোছাঃ রেজিয়া বেগম	বাগবাড়ি০৬	গৃহিনী	০
২৩	মোঃ শাহিন মিয়া	বাগবাড়ি০৬	কৃষি	০
২৪	মোঃ জহুরুল মিয়া	বাগবাড়ি০৬	কৃষি	০
২৫	মোঃ আশরাফ হোসেন	বাগবাড়ি০৬	কৃষি	০
২৬	মোঃ আছমত আলী	দেলুয়াবাড়ি০৯	কৃষি	০
২৭	মোছাঃ জয়গুন বেগম	দেলুয়াবাড়ি০৯	গৃহিনী	০
২৮	মোঃ জাহেদ আলী	ফুলছড়ি০৩	চাকুরী	০
২৯	মোঃ শাহিদ পারভেজ	ফুলছড়ি০৩	চাকুরী	০

স্থান- টেংরাকান্দী ফুলছড়ি
তারিখঃ- ২৬ - ২৭/০৮/২০১১ ইং

ক্রমিক নং	নাম	গ্রাম ও ওয়ার্ড	পেশা	মোবাইল
০১	মোঃ মমিনুল ইসলাম	পিপুলিয়া০২	কৃষি	০১৯৩৪৬৬৭২৯০
০২	মোঃ আজম আলী	টেংরাকান্দী০৩	কৃষি	০১৯৪২১৪৫৬৪১
০৩	মোঃ জহুর আলী	টেংরাকান্দী০৩	কৃষি	০১৭১৫১৩৫৯৮
০৪	মোঃ আব্দুল মান্নান	পিপুলিয়া০২	কৃষি	০
০৫	মোঃ বাদশা মিয়া	বাজেফুলছড়ি	কৃষি	০
০৬	মোঃ সাইফুল ইসলাম	পিপুলিয়া০২	কৃষি	০
০৭	মোঃ এরফান আলী	কালুরপাড়া০১	কৃষি	০১৭৩৫২৪৪০৫৩
০৮	মোঃ এলাজ উদ্দিন	পিপুলিয়া০২	কৃষি	০
০৯	মোঃ শাহজাহান আলী	কালুরপাড়া০১	ব্যবসায়ী	০১৭২৮৮৬৪৩৬১
১০	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	পিপুলিয়া০২	কৃষি	০১৮২৩৬৩৯৯৭৫
১১	মোঃ ইসমাইল হোসেন	কালুরপাড়া০১	ব্যবসায়ী	০১৭১৬৩৮৬১০২
১২	মোঃ কুরবান আলী	বাজেফুলছড়ি	কৃষি	০১৯৩০৭০৮৭৪১
১৩	মোঃ শাহজাহান আলী	বাজেফুলছড়ি	কৃষি	০১৭৪০৮৩৭২৩৭
১৪	মোঃ খইমুদ্দিন সরকার	ফুলছড়ি০১	কৃষি	০১৭৪০৮৩৭২৪৬
১৫	মোঃ হাফিজুর রহমান	কালুরপাড়া০১	ইমাম	০১৭৪৫৪৩৪৪৮৭

১৬	মোঃ আজগর আলী	পিপুলিয়া০২	ব্যবসায়ী	০১৭৪০০১০৯১৯
১৭	মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক	পিপুলিয়া০২	কৃষি	০
১৮	মোঃ আবুল ফকির	বাজেফুলছড়ি	কৃষি	০
১৯	মোঃ দেলবার আলী	পিপুলিয়া০২	কৃষি	০
২০	মোছাঃ খালেদা বেগম	ফুলছড়ি০১	গৃহিনী	০
২১	মোছাঃ ডালিমন বেগম	বাজেফুলছড়ি০১	গৃহিনী	০
২২	মোছাঃ মুসা খাতুন	বাজেফুলছড়ি০১	গৃহিনী	০
২৩	মোছাঃ সিফাতন বেগম	পিপুলিয়া০২	গৃহিনী	০
২৪	মোছাঃ শাপলা বেগম	ফুলছড়ি০১	গৃহিনী	০
২৫	মোঃ ইসমাঈল হোসেন	টেংরাকান্দি০৩	কৃষি	০
২৬	মোঃ ফটিক মিয়া	টেংরাকান্দি০৩	কৃষি	০
২৭	মোঃ আব্দুর রহমান	কালুরপাড়া০১	কৃসি	০
২৮	মোছাঃ কবিরুন বেগম	পিপুলিয়া০২	গৃহিনী	০

বাস্তবায়নে ঃ ফুলছড়ি ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
বাস্তবায়নে সহযোগিতা ঃ এসকেএস ফাউন্ডেশন
সমন্বয় ঃ ইসলামিক রিলিফ ওয়ার্ল্ডওয়াইড-বাংলাদেশ
সহায়তায় ঃ ইউরোপিয়ান কমিশন হিউম্যানিটারিয়ান এইড এন্ড সিভিল প্রটেকশন